জুলাই মাস
যিশুর অমূল্য রক্তের মাস

প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৩ । ১২ - ১৮ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

মানব সেবায় যিশুর শিক্ষা

ভাই-বোন সকলেই সাধু-সাধ্বী

সাধু পিতর ও পলের নেতৃত্ব:
ভিন্নতার সহাবস্থান এবং জগতের অন্তর্ভুক্তি

কার্ডিনাল পরিষদের বিশেষ সভা, ভাটিকান, রোম

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রকাশনার গৌরবময় ৮৬ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

১ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত যোসেফ মধু
জন্ম: ৩০ আগস্ট ১৯৩৯
মৃত্যু: ১৯ জুলাই ২০২৫

আমাদের অতি প্রিয় দাদু প্রয়াত যোসেফ মধু-এর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা তাকে অগাধ ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। দেখতে দেখতে একটি বছর পেরিয়ে গেল, অথচ আজও মনে হয় দাদু আমাদের মাঝেই আছেন। ঘরের প্রতিটি স্মৃতিতে, আমাদের কথায়, আমাদের চলার পথে–কোথাও না কোথাও দাদুর উপস্থিতি আমরা অনুভব করি। তাঁর স্নেহভরা মুখ, মায়াময় কথা, নীরব আশীর্বাদ আর পরিবারের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা আজও আমাদের হৃদয়ে জীবন্ত হয়ে আছে। দাদু শুধু আমাদের পরিবারের একজন প্রবীণ মানুষ ছিলেন না; তিনি ছিলেন আমাদের শেকড়, আমাদের আশ্রয়, আমাদের ভালোবাসার নিরাপদ ঠিকানা। তাঁর কাছে আমরা পেয়েছি মায়া, পেয়েছি আদর, পেয়েছি জীবনের অনেক নীরব শিক্ষা। তিনি খুব সহজভাবে ভালোবাসতে জানতেন, পরিবারকে আগলে রাখতে জানতেন, আর আমাদের প্রত্যেকের জীবনে নিজের মতো করে আশীর্বাদ হয়ে ছিলেন।

দাদুর চলে যাওয়ার শূন্যতা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। অনেক কথা বলা হয়নি, অনেক সময় আর একসাথে কাটানো হলো না–এই অপূর্ণতাগুলো আজও মনে ব্যথা হয়ে থাকে। তবু আমরা বিশ্বাস করি, তাঁর ভালোবাসা কখনও হারিয়ে যায়নি। তাঁর স্মৃতি, তাঁর আদর্শ, তাঁর আশীর্বাদ আমাদের জীবনের প্রতিটি ধাপে পথ দেখাবে। তাঁর মতো একজন মানুষকে কাছে পাওয়া আমাদের জীবনের এক অমূল্য আশীর্বাদ। মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে আমাদের একটাই প্রার্থনা–তিনি যেন আমাদের প্রিয় দাদুকে চিরশান্তিতে রাখেন। দাদু যেখানেই থাকুন, শান্তিতে থাকুন, আলোয় থাকুন, সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসায় থাকুন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ী ও পরিচিত সকলের কাছে আমাদের প্রিয় দাদুর আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা কামনা করছি।

চিরকৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়

স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, নাতি-নাতনি ও পরিবারবর্গ

বিপ্র/১৩৭/২৬

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ২৩
১২ জুলাই - ১৮ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
২৮ আষাঢ় - ০৩ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
অর্ঘ্য রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

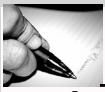

সম্পাদকীয়

ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবন উন্নয়নে নৈতিক শিক্ষা প্রদান ও প্রয়োগ অতীব প্রয়োজন

বিগত দশকে বাংলাদেশে নতুন সড়ক, সেতু, মেট্রোরেল কিংবা আধুনিক প্রযুক্তির বিস্তার দেশের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরলেও পত্রিকার কয়েকটি সংবাদ আমাদেরকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। প্রথমতঃ শিক্ষায় উন্নতি হলেও বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে ঢাকা; দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার্থী ও তার অভিভাবকেরা লাঞ্ছিত করছে শিক্ষকদের, ইত্যাদি। তাই উন্নয়নের এই যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়–আমরা কি নৈতিকভাবে সমানভাবে এগোচ্ছি? একটি জাতির প্রকৃত উন্নয়ন কেবল অবকাঠামো নির্মাণে নয়; বরং মানুষের চরিত্র, মূল্যবোধ, সততা ও দায়িত্ববোধের বিকাশে নিহিত। নৈতিকতার ভিত্তি দুর্বল হলে কোনো উন্নয়নই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। তাই ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবন উন্নয়নে নৈতিক শিক্ষা প্রদান ও তার বাস্তব প্রয়োগ আজ সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবি।

বর্তমান সমাজে আমরা এক অস্বস্তিকর বাস্তবতার মুখোমুখি। পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হচ্ছে, সামাজিক সহমর্মিতা কমছে, শিক্ষকদের প্রতি সম্মানবোধ হ্রাস পাচ্ছে, দুর্নীতি ও দায়িত্বহীনতা অনেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হচ্ছে। আইন আছে, নীতিমালা আছে, কিন্তু সেগুলোর যথাযথ প্রয়োগ ব্যাহত হয় তখনই, যখন মানুষের বিবেক ও নৈতিকতা দুর্বল হয়ে পড়ে। এ কারণেই সমাজে অস্থিরতা, অবিশ্বাস ও সংঘাত বৃদ্ধি পায়।

সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থী কিংবা অভিভাবকদের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা আমাদেরকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করেছে। শিক্ষক একজন মানুষ গড়ার কারিগর। তাঁর মর্যাদা রক্ষা করা শুধু একটি পেশার সম্মান রক্ষা নয়; বরং জাতির ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করা। পরিবারে যদি সন্তানকে বড়দের সম্মান করতে শেখানো না হয়, তবে বিদ্যালয়ে সেই শিক্ষা পূর্ণতা পায় না। ফলে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয় এবং নৈতিক অবক্ষয় আরও গভীর হয়।

একইভাবে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বড় বড় শহর আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। যানজট, জলাবদ্ধতা, পরিবেশ দূষণ, অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং নাগরিক দুর্ভোগের পেছনে শুধু অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা নয়, রয়েছে দায়িত্বহীনতা, নিয়ম না মানার প্রবণতা এবং দুর্নীতির সংস্কৃতি। নাগরিক যদি নিজের দায়িত্ব পালন না করেন, সরকারি কর্মকর্তা যদি সততার সঙ্গে দায়িত্ব না পালন করেন এবং সাধারণ মানুষ যদি আইন মানাকে গুরুত্ব না দেন, তবে কোনো উন্নয়ন প্রকল্পই মানুষের প্রত্যাশিত সুফল এনে দিতে পারে না।

নৈতিকতার প্রথম পাঠশালা হলো পরিবার। শিশুরা বই থেকে যতটা শেখে, তার চেয়ে অনেক বেশি শেখে বাবা-মায়ের আচরণ দেখে। সত্যবাদিতা, সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, সহমর্মিতা, ক্ষমাশীলতা এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পরিবার থেকেই গড়ে ওঠে। এরপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেই মূল্যবোধকে আরও সুসংহত করে। তাই নৈতিক শিক্ষা হতে হবে পারিবারিক, শিক্ষাগত ও সামাজিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

খ্রিস্টীয় বিশ্বাস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি *(আদিপুস্তক ১:২৭)*। তাই প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা রক্ষা, সত্যকে অনুসরণ এবং ন্যায়ের পথে চলা আমাদের বিশ্বাসেরই অংশ। প্রভু যিশু খ্রিস্ট বলেছেন, “তোমরা বিশ্বের আলো” *(মথি ৫:১৪)*। আলো যেমন অন্ধকার দূর করে, তেমনি নৈতিক মানুষ সমাজ থেকে অন্যায়, দুর্নীতি ও অসত্য দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি আরো বলেন, “তোমরা অপরের কাছ থেকে যেমন ব্যবহার আশা করো, অপরের প্রতিও তদ্রুপ করো” *(লুক ৬:৩১)*। এই শিক্ষাই নৈতিক জীবনের অন্যতম ভিত্তি।

আজ প্রয়োজন জাতীয়ভাবে নৈতিক শিক্ষার পুনর্জাগরণ। পরিবারে মূল্যবোধভিত্তিক সন্তান লালন-পালন, বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক নৈতিক ও নাগরিক শিক্ষা, শিক্ষকদের যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে চরিত্র গঠনের কর্মসূচি এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর উদ্যোগ–এসব একসঙ্গে বাস্তবায়ন করতে হবে। নৈতিকতা, শৃঙ্খলা ও নিয়মনীতি পালনকে কখনোই ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে দেখা উচিত নয়; বরং এগুলোকে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অপরিহার্য দায়িত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রয়োজনে সচেতনতামূলক কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ, সামাজিক স্বীকৃতি এবং বিভিন্ন প্রণোদনার মাধ্যমে নৈতিক আচরণকে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

আমাদের মনে রাখতে হবে- সৎ মানুষই সৎ সমাজ গড়ে, সৎ সমাজই সুশাসিত রাষ্ট্র নির্মাণ করে। তাই সততার সভ্যতা গড়ে তুলতে বিনিয়োগ করতে হবে। নৈতিক শিক্ষা যদি পরিবারে শুরু হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিকশিত হয় এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা যায়, তবে একটি মানবিক, ন্যায়ভিত্তিক ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এ দায়িত্ব কেবল সরকারের নয়; পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গির্জা এবং সমাজের প্রতিটি মানুষের। †

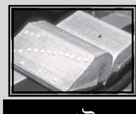

তোমরা কান পেতে শুনবে, কিন্তু বুঝবে না; তোমরা তাকিয়ে দেখবে, কিন্তু দেখতে পাবে না। (মথি ১৩:১৪)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

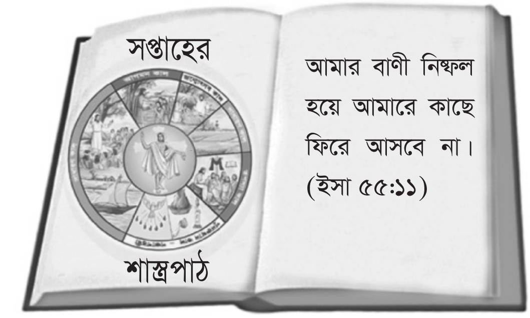

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১২ জুলাই - ১৮ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

১২ জুলাই, রবিবার
সাধারণকালের ১৫তম রবিবার (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
ইসা ৫৫: ১০-১৭, সাম ৬৫: ৯-১৩, রোম ৮: ১৮-২৩, মথি ১৩: ১-২৩ (সংক্ষিপ্ত ১-৯)

১৩ জুলাই, সোমবার
সাধারণকালের ১৫তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
সাধু হেনরী ইসা ১: ১০-১৭, সাম ৫০: ৮-৯, ১৬-১৭, ২১, ২৩, মথি ১০: ৩৪-১১: ১

১৪ জুলাই, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ১৫তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
লেলিসের সাধু কামিল্লুস, যাজক
ইসা ৭: ১-৯, সাম ৪৮: ১-৭, মথি ১১: ২০-২৪

১৫ জুলাই, বুধবার
সাধারণকালের ১৫তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
সাধু বোনাভেঞ্চার, বিশপ ও আচার্য, স্মরণ দিবস
ইসা ১০: ৫-৭, ১৩-১৭, সাম ৯৪: ৫-১০, ১৪-১৫, মথি ১১: ২৫-২৭

১৬ জুলাই, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ১৫তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
কার্মেল রাণী ধন্যা কুমারী মারীয়া
ইসা ২৬: ৭-৯, ১২, ১৬-১৯, সাম ১০২: ১২-২০, মথি ১১: ২৮-৩০
অথবা সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান
১ রাজা ১৮: ৪২-৪৫, সাম লুক ১: ৪৬-৫৫, যোহ ১১: ২৮

১৭ জুলাই, শুক্রবার
সাধারণকালের ১৫তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
ইসা ৩৮: ১-৬, ২১-২২, ৭-৮, সাম হোসে ৩৮: ১০-১২, ১৬, মথি ১২: ১-৮

১৮ জুলাই, শনিবার
সাধারণকালের ১৫তম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
মিখা ২: ১-৫, সাম ১০: ১-৪, ৭-৮, ১৪, মথি ১২: ১৪-২১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১২ জুলাই, রবিবার
+ ২০১৯ ফা. পরিমল ফ্রান্সিস্ পেরেরা, সিএসসি (ঢাকা)

১৩ জুলাই, সোমবার
+ ১৯৯৭ ব্রা. ফেলিঙ শন, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০২ ফা. চেসারে পেশে, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৪ সি. মেরী ভির্জিনিয়া, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১০ সি. দিপালী গমেজ, এসসি (ঢাকা)
+ ২০২০ ফা. পল ডি'রোজারিও [জয়গুরু] (রাজশাহী)
+ ২০২০ আর্চবিশপ মজেস কস্তা (চট্টগ্রাম)

১৪ জুলাই, মঙ্গলবার
+ ১৯৬৫ সি. এম. তেরেজা, ডু টি, এসএসএমআই (ময়ঃ)
+ ২০০৫ ফা. আম্পেলিও গাসপারত্তো, এসএঙ (খুলনা)
+ ২০১২ সি. মেরী জো রোজারিও, আরএনডিএম (ঢাকা)

১৫ জুলাই, বুধবার
+ ১৯৮৯ মাদার লিওনিল্লা হেবার্ট, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৩ সি. ডরোথি রোজারিও, এলএইচসি (চট্টগ্রাম)

১৬ জুলাই, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৯৭ ফা. যোসেফ পোয়ারিয়ের, সিএসসি
+ ২০০৯ ফা. জন বার্কমায়ার, সিএসসি
+ ২০১৮ ফা. জ্যোতি গমেজ (ঢাকা)
+ ২০১৮ সি. মেরী শিশিল, এসএমআরএ (ঢাকা)

১৭ জুলাই, শুক্রবার
+ ১৯৭০ ফা. ফর্তুনাতো দে পাউলি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৭২ ফা. গুইদো মাগুত্তি (দিনাজপুর)
+ ১৯৮১ ব্রা. জর্জ নোকস্, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৩ সি. মেরী মাইকেল, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

১৮ জুলাই, শনিবার
+ ১৯৮৬ সি. সিলভিয়ো কেমেন্ট, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ ফা. যোসেফ এ, ডি সুজা, এসজে (ঢাকা)
+২০০৯ সি. আনুনচাতা দ্রাগোনী, পিমে (রাজশাহী)

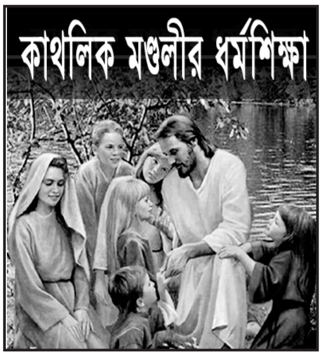

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

২২১৯ সন্তানসুলভ শ্রদ্ধাবোধ পরিবারের সার্বিক শান্তি এনে দেয়। ভাই-বোনদের মধ্যে সম্পর্কের বেলায়ও একথা প্রযোজ্য। মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা পরিবারকে আলো ও উষ্ণতা দিয়ে ভরে রাখে। "সন্তানদের সন্তান-সন্ততিরা বৃদ্ধদের মুকুট।" "সম্পূর্ণ বিনম্রতার ও কোমলতার সঙ্গে এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে চল, ভালবাসায় পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল হও।"

২২২০ যাদের কাছ থেকে খ্রীষ্টভক্তরা বিশ্বাসের দান অথাৎ দীক্ষাস্নানের অনুগ্রহ এবং খ্রীষ্টমণ্ডলীতে জীবন লাভ করেছে তাদের প্রতি তারা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এদের পর্যায়ে যারা পড়েন তারা হচ্ছেন বাবা-মা, ঠাকুরদা-ঠাকুরমা বা দাদু-দিদিমা, পরিবারের অন্যান্য সদস্য-সদস্যা, পালকগণ, কাটেখিষ্ট এবং অন্যান্য শিক্ষক বা বন্ধু-বান্ধব। "তোমার আন্তরিক বিশ্বাসের কথাও স্মরণ করি, যা প্রথমে তোমার দিদিমা লোইস তোমার মা ইউনিসের অন্তরে বসবাস করত, এবং এতে আমি সুনিশ্চিত – তোমার অন্তরেও এখন বসবাস করছে।"

পিতামাতার কর্তব্যসমূহ

২২২১ দাম্পত্য প্রেমের প্রজনন ক্ষমতাকে শুধু সন্তান জন্মদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না, বরং তার মধ্যে তাদের নৈতিক শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক গঠনও অন্তর্ভুক্ত হওয়া অবশ্যক। "শিক্ষাদান বাবা-মার ভূমিকা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এর উপযুক্ত বিকল্পের কথা চিন্তায় আনাই অসম্ভব।" ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার বাবা-মার অধিকার ও কর্তব্য হচ্ছে মৌলিক এবং অবিচ্ছেদ্য।

জুলাই মাসে পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য
মানবজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা

এসো আমরা প্রার্থনা করিঃ মানুষ যেন তার জীবনের সর্বস্তরে, মানবজীবন যে ঈশ্বরের একটি দান তা স্বীকার ক'রে, মানবজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা করে এবং মানবজীবনকে রক্ষা করে।

এ বছর মে মাসের ১৫ তারিখে পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও, "মানবতার মহিমা" শিরোনামে একটি বিশ্বজনীনপত্র লিখেছেন। পত্রটির মূলভাব হচ্ছে বর্তমান যান্ত্রিক যুগে, "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা"র প্রেক্ষিতে মানবজীবনের মাহাত্ম্য সর্বত্র শ্রদ্ধা করা ও রক্ষা করা। এই বিশ্বজনীনপত্রটি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-রাষ্ট্র নির্বিশেষে সমগ্র মানুষের কাছে সাদরে গৃহীত হয়েছে।

এ বিষয়ে পোপ মহোদয় কার্ডিনালদের একটি সভা ভাটিকানে আহ্বান করেছেন। ২৬-২৭ জুন দু'দিনব্যাপী এ বিশ্বজনীন পত্রটির উপরই আলোচনা ও নির্দেশনা গ্রহণ করা হয়।

প্রযুক্তি বিজ্ঞান ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে মানুষের অনেক উন্নয়ন হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। আবার সেই একই কারণে মাতৃগর্ভে জীবনের সূচনা মুহূর্ত থেকে জীবনের শেষ ধাপ অবধি, নানাভাবে জীবনের বিনাশ হচ্ছে, মানবিকতার প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস পাচ্ছে এবং মানবতার মহিমা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

সুতরাং আসুন আমরা প্রথমতঃ স্বীকার করি যে, মানবজীবন ঈশ্বরের দান। তাঁর দান বিনষ্ট করা, মানবজীবনের মাহাত্ম্য অস্বীকার করা, মানুষের কোন অধিকার নেই। ঈশ্বরের বিধান অনুসারে মানুষের অগ্রগতি সাধন করা মানুষের কর্তব্য। তাই আমরা মানুষের মানবতার জন্য প্রার্থনা করি। ঈশ্বর সকল মানুষকে আশীর্বাদ করেন। আমেন।

- কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি

মানব সেবায় যিশুর শিক্ষা

সুব্রত রিচমন্ড জয়ধর

মানব দরদী খ্রিস্ট; পাপী মানুষকে ভালোবেসে ক্ষয়ে যাওয়া মর্তে এসে পাপী মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করলেন। ঈশ্বরীয় এ পরিকল্পনায় রয়েছে সীমাহীন প্রেম ও আত্মত্যাগ। ঈশ্বরের এ অসীম প্রেমের একটিই মাত্র লক্ষ্য যেন সমস্ত পাপী মানুষ পাপ থেকে পরিত্রাণের সুযোগ পায় এবং ঈশ্বরের সাথে মহা মিলনের সুযোগ লাভ করে।

ঈশ্বরের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমাদের করণীয় হল প্রথমত: তাঁর প্রতি ভক্তি-বাধ্যতা ও দ্বিতীয়টি হল ভাই মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সেবার মধ্য দিয়ে তাঁর আজ্ঞা পালন করা। এজন্য জাগতিক প্রলোভন, মোহ ও ভোগ বিলাস ত্যাগ করে ত্যাগের পথে মনোযোগী হওয়া জরুরী। কারণ ত্যাগের মধ্যেই তাঁর অস্তিত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব। নিজের আনন্দ উপলব্ধির চেয়ে দীন দরিদ্রের সেবা, দুঃখী মানুষের পাশে গিয়ে সান্ত্বনার বাণী শোনানো, দরিদ্রের কাছে বস্ত্র পৌঁছে দেওয়া কিংবা হাসপাতালে রোগীর খোঁজ নেওয়া এগুলোতে কি খ্রিস্ট অধিক খুশি হবেন না?

প্রভু যিশু খ্রিস্ট নিজেই বলেছেন, "মানবপুত্র সমস্ত স্বর্গদূতদের সঙ্গে নিয়ে যখন নিজের মহিমায় আসবেন তখন তিনি রাজা হিসাবে তাঁর সিংহাসনে মহিমার সঙ্গে বসবেন। সেই সময় সমস্ত জাতির লোকদের তাঁর সামনে একসঙ্গে জড়ো করা হবে। রাখাল যেমন মেষ আর ছাগল আলাদা করে তেমনি তিনি সব লোকদের দু'ভাগে আলাদা করবেন। তিনি নিজের ডান দিকে মেষদের আর বাঁ দিকে ছাগলদের রাখবেন। "এরপরে রাজা তাঁর ডান দিকের লোকদের বলবেন, "তোমরা যারা আমার পিতার আশীর্বাদ পেয়েছো, এসো, জগতের আরম্ভে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তার অধিকারী হও। যখন আমার খিদে পেয়েছিল তখন তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; যখন পিপাসা পেয়েছিল তখন জল দিয়েছিলে; যখন অতিথি হয়েছিলাম তখন আশ্রয় দিয়েছিলে; যখন খালি গায়ে ছিলাম তখন কাপড় পরিয়েছিলে; যখন অসুস্থ হয়েছিলাম তখন আমার দেখাশোনা করেছিলে; আর যখন আমি জেলখানায় বন্দী অবস্থায় ছিলাম তখন আমাকে দেখতে গিয়েছিলে।"

তখন সেই ঈশ্বরভক্ত লোকেরা উত্তরে তাঁকে বলবে, "প্রভু, আপনার খিদে পেয়েছে দেখে কখন আপনাকে খেতে দিয়েছিলাম বা পিপাসা পেয়েছে দেখে জল দিয়েছিলাম। কখনই বা আপনাকে অতিথি হিসাবে আশ্রয় দিয়েছিলাম, কিংবা খালি গায়ে দেখে কাপড় পরিয়েছিলাম? আর কখনই বা আপনাকে অসুস্থ বা জেলখানায় আছেন জেনে আপনার কাছে গিয়েছিলাম?' "এর উত্তরে রাজা তখন তাদের বলবেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এই ভাইদের মধ্যে সামান্য কোন একজনের জন্য যখন তা করেছিলে তখন আমারই জন্য তা করেছিলে।"

"পরে তিনি তাঁর বাঁ দিকের লোকদের বলবেন, "ওহে অভিশপ্ত লোকেরা, আমার কাছ থেকে তোমরা দূর হও। শয়তান এবং তার দূতদের জন্য যে চিরকালের আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে তার মধ্যে যাও। যখন আমার খিদে পেয়েছিল তখন তোমরা আমাকে খেতে দাও নি; যখন পিপাসা পেয়েছিল তখন জল দাও নি; যখন অতিথি হয়েছিলাম তখন আশ্রয় দাও নি; যখন খালি গায়ে ছিলাম তখন আমাকে কাপড় পরাও নি; যখন অসুস্থ হয়েছিলাম এবং জেলখানায় বন্দী অবস্থায় ছিলাম তখন আমাকে দেখতে যাও নি।'

তখন তারা তাঁকে বলবে, "প্রভু, কখন আপনার খিদে বা পিপাসা পেয়েছে দেখে, কিংবা অতিথি হয়েছেন দেখে, কিংবা খালি গায়ে দেখে, কিংবা অসুস্থ বা জেলখানায় আছেন জেনে সাহায্য করি নি?" উত্তরে তিনি তাদের বলবেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা যখন এই সামান্য লোকদের মধ্যে কোন একজনের জন্য তা কর নি তখন তা আমার জন্যই কর নি।" (মথি ২৫: ৩১-৪৫)

অন্যের সেবায় যিশু খ্রিস্টের উপরোক্ত শিক্ষাকে যে কাজে লাগাতে পারে সে হয়ে উঠতে পারে গুণ বিশিষ্ট লবণের মত। যিশু নিজেই বলেছেন, "তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু যদি লবণের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় তবে কেমন করে তা আবার নোনতা করা যাবে? সেই লবণ আর কোন কাজে লাগে না। তা কেবল বাইরে ফেলে দেবার ও লোকের পায়ে মাড়াবার উপযুক্ত হয় *(মথি ৫:১৩)*। কত শক্ত ও মারাত্মক কথা!

আমরা সচরাচর লবণের কাজ ও ক্ষমতা সম্পর্কে জানি যে তা খাবারের স্বাদ বৃদ্ধি করে। তাছাড়া লবণ এমন একটি উপকারী উপাদান যা প্রাণী মাত্রের পচন রোধে সহায়তা করে। এমন কি হাসপাতালে রোগ শয্যায় মৃতপ্রায় রোগীর দেহকে সচল রাখতে ও পানি শুন্যতা দূরীকরণে লবণের (স্যালাইন) প্রয়োজন হয়। আসল কথা হল লবণ নিজের অস্তিত্বকে নিঃশেষিত করে অন্যের মাঝে বিলীন হলেও তার বৈশিষ্ট্য বা গুণ বজায় রাখে। এমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য উপাদানের সাথে যিশু তাঁর অনুসারীদের তুলনা করেছেন। বাস্তবিক আমরা কি অন্যের উপকারে সত্যি লবণের মত গুণবিশিষ্ট হতে পারি? এ প্রশ্ন রইলো সবার কাছে।

তাঁর অনুসারীদের তিনি আরো বলেছেন, "তোমরা জগতের আলো। পাহারের উপরের শহর লুকানো থাকতে পারেনা। কেউ বাতি জ্বালিয়ে ঝুড়ির নীচে রাখে না কিন্তু বাতিদানের উপরেই রাখে। এতে ঘরের সমস্ত লোকই আলো পায়। *(মথি ৫:১৪-১৫)*

আলোর কাজ অন্ধকারকে দূরীভূত করা ও অদৃশ্য বা লুকানো সবকিছুকে দৃশমান করে তোলা। যেন অনাগত পথে সাবধানে চলার নিশ্চিত প্রত্যাশা দিতে পারে। এমনি একটি অপরিহার্য উপাদানের সঙ্গে খ্রিস্ট তাঁর অনুসারীদের তুলনা করেছেন। সত্যি কি আমরা আলোর মত অন্যের প্রয়োজনের সময়ে কারো উপকারে লাগতে পারি? বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের তো তাই হওয়া উচিত।

আমাদের চারপাশে অনেকেই আছে লবণের মতো গুণবিশিষ্ট। তারা তাদের মেধা ও সেবা দিয়ে নিজেদের গুণকে কাজে লাগাচ্ছে ঠিকই কিন্তু তারা কি তাদের নিজের স্বার্থত্যাগ করে অপরের সেবায় পরিপূর্ণ সেবা দিতে পারছে? পারছে কি লবণের মতো দ্রবীভূত হয়ে নিজের স্বার্থ বা অহংকারকে অন্যের উপকারে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে? কিন্তু সেটি করতে পারাটাই লবণের প্রধান গুণ যা যিশুর শিখানো অন্যের থেকে আলাদা গুণাবলী যা থাকা জরুরী।

তদ্রূপ, প্রদীপের গুণ আলোর বিচ্ছুরণের মধ্য দিয়েই তা প্রকাশিত হয়। প্রদীপ যতোই মূল্যবান হোক তা যদি দীপ্যমান না হয় তা কারোই কাজে লাগে না। ঠিক তাঁর অনুসারী যতই মূল্যবান প্রদীপের তুল্য হন না কেন যদি আলো বিকিরণের মাধ্যম না হতে পারেন তবে নিজেও অন্ধকারে এবং অন্যদেরও অন্ধকারে রাখবেন। অন্যদিকে তিনি যদি নিজে আলোর গুণবিশিষ্ট হন তবে নিজেও আলোকিত হন এবং অন্যকেও আলোকিত করতে সক্ষম হন।

যিশুর প্রত্যাশা এই, যেন আমরা গুণবিশিষ্ট লবণের ন্যায় প্রাণ রক্ষাকারী হই। অন্ধকার রূপ দুঃখ, ব্যথা ও হতাশা লাঘবকারী উজ্জ্বল আলো স্বরূপ হয়ে মানব সেবায় অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারি। আমরা এরই মধ্য দিয়ে মানব সেবায় যিশুর শিক্ষা বাস্তবে রূপায়িত করতে পারি। ৯০

ভাই বোন সকলেই সাধুসাধ্বী

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

মাতামণ্ডলীতে অসংখ্য স্বীকৃত সাধু-সাধ্বী বা পুণ্যাত্মা, সিদ্ধগণ, পূত-পবিত্র ব্যক্তিগণ আছেন। তাদের জাগতিক ও আত্মিক কর্মকাণ্ড দ্বারা মানুষের কল্যাণে ও ঐশরাজ্যের জন্য মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধে জীবন যাপন করেছেন কিংবা যারা মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় জীবন উৎসর্গ করেছেন তারাই আজ সাধু-সাধ্বী, মহান, পুণ্যাত্মা। তাঁরা সকল মানুষের সামনে সামাজিক প্রেমের স্থায়ী আদর্শ হিসেবে রয়েছেন। সাধু-সাধ্বীগণ হলেন ইতিহাসের সত্যিকার আলোর ধারক ও বাহক। কারণ তাঁরা হলেন বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসার নারী ও পুরুষ। ঈশ্বর সাধু-সাধ্বী হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে উপযুক্ত পুরস্কারে ভূষিত করেন। আমাদের জানা-অজানা সাধু সাধ্বীদের পর্ব পালনের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি জ্ঞাপন করি। আগামী ১৯ জুলাই যিশুর একান্ত পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুপ্রতিম লাজার ও তাঁর দু'বোন মার্থা এবং মারীয়ার পর্ব দিবস। সাধু লাজার, সাধ্বী মার্থা ও সাধ্বী মারীয়া সম্বন্ধে তিনজন মঙ্গলসমাচার লেখক লুক, মথি ও যোহন স্বল্পপরিসরে উল্লেখ করেন। আমার বর্ণিত এই তিনজন সাধু-সাধ্বীদের স্মরণ করে তাদের গভীর বিশ্বাস ও ভালবাসার আদর্শকে অনুসরণ এবং অনুকরণে আমাদের অনুপ্রাণিত করবে সে প্রত্যাশা করি।

সাধ্বী মার্থা: অতিথি সেবায় নিয়ত মার্থা পবিত্র বাইবেলে তাঁর সম্বন্ধে যিশুই উত্তম উদাহরণ এবং জীবন চরিত্র সম্বন্ধে খুবই স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি অনেক বিষয় চিন্তিত ও বিচলিত এমন মন্তব্য যিশু করেছেন কয়েকটি দিক সম্মুখে রেখে। দ্বিত্ব ডাকে মার্থা, মার্থা নাম- উচ্চারণ করে আমাদেরও শিক্ষা দিয়েছেন।

(ক) ভেবে দেখ, এত চিন্তা ও বিচলিত হওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা অতিথি সেবায়।

(খ) অতিথিসেবা অবশ্যই প্রয়োজন আছে কিন্তু বেশি ব্যস্ততা অনাবশ্যক।

(গ) অতিথি সেবা নম্রতার প্রতীক। কিন্তু মনে রাখতে হবে অতিথিকে অভ্যর্থনার সাথে সাথে তাঁর কাছ থেকে কিছু শোনা বা সংলাপ করা আবশ্যক বিষয়ও বটে।

(ঘ) অতিথিসেবার অন্য আরো কয়েকটি পথ বা উপায় মার্থা অনুসরণ করেননি বলে যিশুর অভিমত। তা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।

(ঙ) মার্থা তাদের ঘরে যিশুকে মহা আনন্দে গ্রহণ করে। কিন্তু যিশুকে একা রেখে সংসারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়া ভিন্ন দৃষ্টিই শুধু নয় দৃষ্টি কটুও বটে।

(চ) অতিথিসেবা মার্থার মত করতে গিয়ে আমাদের জীবন ব্যর্থতায় পূর্ণ এবং আমাদের অন্তর শূন্য হতে পারে এ বিষয়ে সঠিক চিন্তা কি হতে পারে যিশুর মন্তব্য থেকেই এই উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করব।

সাধ্বী মার্থা সেবায়রত থেকে উত্তম কাজটি করেছেন যা আমাদের সমাজে প্রচলিত। কিন্তু বেশি ব্যস্ততা ও বিচলিত হওয়া থেকে আমাদের বিরত থাকতে যিশু পরামর্শ দেন।

সাধ্বী মারীয়া: বন্ধুপ্রতীম লাজারের বাড়িতে যিশু মাঝেমধ্যে পরিদর্শনে যেতেন ও খাওয়া-দাওয়া করতেন। লাজারের দু'টি বোন ছিল মার্থা ও মারীয়া। অতিথি সেবায় ব্যস্ত মার্থা শুধুই ভেবেছিলেন খাওয়া অন্য সব কিছুর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সে যা হোক, যিশু তাকে এ ব্যাপারে যা বলার পরামর্শ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মারীয়া যিশুকে বাড়িতে গ্রহণ করে তাঁর মধ্য থেকে ঐশবাণী শুনতে অধীর আগ্রহ প্রকাশ করলেন। যিশুর পায়ের কাছে বসে আন্তরিকভাবে তাকে গ্রহণ করলেন *(লুক ১০:৪০)*। দু'বোনের বিপরীত চরিত্র দেখতে পেলেও মারীয়ার আদর্শ আমাদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বা আছে। আমরা শাস্ত্র বাণী পাঠ, ধ্যান, ব্যাখ্যা শুনি ও করে থাকি। কিন্তু যিশুর একান্ত নিকটে বসার ও তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে চাই না। অথচ মারীয়া যিশুর কাছেই শুধু নয়; খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বেছে নিয়েছেন যা তাঁর কাছে থেকে কখনো কেড়ে নেওয়া হবে না। এমনকি সে আর সেই জিনিস কোনদিন হারাবে না" *(লুক ১০:৪১-৪২)*।

মারীয়া কোন দরকারি জিনিস বা বিষয় বেছে নিয়েছেন?

(ক) যিশুকে পাওয়া এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা।

(খ) ঈশ্বরের বাণী শোনা, ধ্যান করা।

(গ) মারীয়া অন্বেষণ করেছিল ঐশরাজ্যের পথ। ন্যায় ধর্মেরই পথ।

(ঘ) ঈশ্বরের ইচ্ছামত সব কিছু করব এমন সংকল্প গ্রহণ করা। মারীয়া তেমনটি অনুশীলন করে যিশুকে সন্তুষ্ট করেছেন।

(ঙ) মারীয়ার ব্যবহারে যে উজ্জ্বল দৃশ্যটি উপলব্ধি করেছি - বলা হয়েছে যে, ওটা তার কাছ থেকে নেওয়া হবে না। এবং তাই সবচেয়ে ভালো।

বেথানিয়ার গ্রামে লাজার তাঁর দু'বোন মার্থা ও মারীয়ার সঙ্গে বসবাস করতেন। এই মারীয়াই তো পরে একসময় প্রভুর পায়ে সুগন্ধি তেল মাখিয়ে দিয়েছিলেন এবং নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা দুটি মুছিয়েও দিয়েছিলেন *(যোহন ১১:১-২)*। এ সুগন্ধি আতরের মূল্য সে সময় তিনশত দিনারের মত। প্রকৃত রহস্য হল যিশুর প্রতি শ্রদ্ধা, মর্যাদা, ভক্তি এবং কর্তব্য কাজের আওতাভুক্ত একটি কাজ। মণ্ডলীতে নির্ধারিত দিনটিতে এ দু'বোন মার্থা, মারীয়া ও ভাই লাজারকে সম্মানের আসনে স্থান করে দিয়েছেন। তিন ভাই-বোনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আবর্তে একই দিনে পর্ব দিনটি পালনের রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সাধু লাজার: তিনি শুধু যিশুর একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুই নন; লাজারের অপর এক পরিচয় হল তাঁকে মৃত্যু থেকে যিশু পুনরুত্থিত করে ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব প্রকাশ করেছে। লাজারের মৃত্যুর চার দিন পর তাঁর কাছে পৌঁছা মানে সংবাদ পেয়েও ছুটে আসেননি এর প্রকৃত কারণ- লাজারের মৃত্যু ও পুনরুত্থান ঈশ্বরের গৌরবার্থে ঘটবে-এ সত্য প্রকাশের প্রয়োজনের জন্যই এমনটি হয়েছে। যিশুর একান্ত অন্তরঙ্গ, ঘনিষ্ঠ বন্ধু না হলে তাঁর জন্য যিশুর দীর্ঘশ্বাস ও চোখের পানি ফেলে কান্না করতেন না। এ অবস্থা দেখে উপস্থিত সকলে বলতে শুরু করলেন, "দেখ, উনি তাঁকে কত ভালবাসতেন।" যিশু প্রেরণ কর্মের পূর্ণ সময়ের মধ্যে দু'বার কেঁদেছেন। নিজ গ্রামে এবং বন্ধু লাজারের মৃত্যুতে।

এখানেও অনুধ্যানের জন্য কিছু প্রশ্নোত্তর আমরা রাখতে পারি:

(ক) যিশু কেন বন্ধু লাজারের মৃত্যু সংবাদ পেয়েও চারদিন পরে সমাধি স্থনে উপস্থিত হলেন?

(খ) দীর্ঘশ্বাস, বিচলিত এবং যিশুর কেঁদে ফেলার অন্তর্নিহিত কারণ কি হতে পারে?

(গ) লাজারের দু'বোন মার্থা ও মারীয়ার বিশ্বাসের গভীরতা সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতি কী?

(ঘ) লাজারের মৃত্যু জাগতিক কিন্তু আধ্যাত্মিক নয়, আমরা কি মনে করি?

(ঙ) এ ঘটনায় যিশুর প্রতি অনেকে বিশ্বাসী হয়ে উঠল আবার তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল একটি দল। এমনটি ঘটার পিছনে মূল কারণ কি হতে পারে?

(চ) বিশ্বাস থাকলে তুমি পরমেশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে, আমার বিশ্বাস।

তিন ভাইবোনকে একই চারিত্রিক ছকে রেখে শাস্ত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সাধ্বী মার্থা, সাধ্বী মারীয়া এবং সাধু লাজার বিশ্বাস; অতিথিসেবায় নিরত থাকার অবদানই মনে হয় মণ্ডলীতে তাদের বিশেষ পর্যায়ে স্থান দিয়েছে। তাদেরকে সম্মানের ও ঈশ্বরের প্রিয়ভাজন উন্নীত করার পিছনে ঈশ্বরের মহা পরিকল্পনায় যিশুর প্রেরণকর্মের নিদর্শন স্বরূপ একই পরিবারের ব্যক্তিদের তুলে ধরা হয়েছে। সাধু লাজার পুনর্জীবিত হয়ে ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব প্রকাশ করেছে। যিশু এমন প্রত্যাশা থেকেই জনসম্মুখে চার দিনের মৃত লাজারকে পুনরুত্থিত করেছেন। যিশু ঘোষণা করেন তিনিই সেই ব্যক্তি যার উপর জীবন প্রদান করা ও আপন করা পরমেশ্বরের বিশেষ অধিকার আরোপ করা হয়েছে। উচ্চস্বরে উচ্চারিত যিশুর ডাক, 'লাজার, বেরিয়ে এসো!' পরমেশ্বরের প্রেরিতজন রূপে তাঁর উচ্চারিত সেই ডাকের ক্ষীণ একটা প্রতিধ্বনি, যে ডাক তিনি আপনার কাছে এবং ঐশ জীবনের উদ্দেশ্যে সকল বিশ্বাসীদের আহ্বান করেন। পুনরুত্থান যিশুতে ঐশ জীবন পূর্ণতা প্রাপ্য, কেননা তিনি নিজেই সেই ঐশ জীবন। ৯০

৬ষ্ঠ মৃত্যু বার্ষিকী

প্রয়াত ফাদার পৌল ডি' রোজারিও (জয়গুরু)

জন্ম ঃ ৩রা নভেম্বর, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ,
মৃত্যু ঃ ১৩ জুলাই' ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

ঐশরাজ্যে চিরকালীন যাত্রার ছয়টি বছর হয়ে গেল। প্রকৃত বাণী প্রচারক হিসেবে প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার জন্য তুমি ছিলে যিশুর দৃশ্যমান প্রতিনিধি। যিশুতে বিশ্বাসী ভক্তদের প্রতি তুমি যে অপরিসীম ভালোবাসার নিদর্শন দেখিয়ে গিয়েছ তা আজ আমরা আমাদের পরিবারে তোমার অনুপস্থিতি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। তোমার ধৈর্যশীল দিক নির্দেশনা, তোমার ব্যক্তিগত প্রার্থনার জীবন ও সাহসিকতার মনোবল আমাদেরকে সর্বদা সজীব করে রাখতো। আমরা প্রার্থনা করি, যিশু গুরু যেন স্বর্গরাজ্যে তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে তোমায় স্থান দেন। মিনতি করি আমাদের জন্যও ঈশ্বরের প্রেমাশীর্বাদ বর্ষণ করো যেন বাকি জীবন আমাদের পরিবার, সমাজ এবং মণ্ডলীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে ভালোবাসাপূর্ণ জীবন উৎসর্গ করতে পারি। শ্রদ্ধাভরে ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তরে যিশু গুরুর প্রশংসা করি এবং মণ্ডলীর প্রতি জানাই পরিবারর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ। পরিবারের পক্ষ থেকে-শেফালী মেরী মাগ্রেট রোজারিও।

বিজ্ঞ/১৩৬/২৬

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ঢাকা

রেভাঃ ফাদার চার্লস্ জে, ইয়াং ভবন

১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

নিরীক্ষা বিজ্ঞপ্তি

তারিখ- ২৭/০৬/২০২৬ খ্রি.

এতদ্বারা উপরোক্ত ক্রেডিট ইউনিয়নের সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যা, দেনাদার ও পাওনাদারগণের অবগতি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত ক্রেডিট ইউনিয়নের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্তৃক আগামী ১২/০৭/২০২৬ খ্রিঃ হতে ক্রেডিট ইউনিয়নের নিবন্ধিত কার্যালয়ে শুরু করা হবে। সে মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের নামীয় নিজ নিজ হিসাবাদি ক্রেডিট ইউনিয়নে রক্ষিত ৩০ জুন, ২০২৬ খ্রি. তারিখের হিসাবের সাথে নিরীক্ষা চলাকালীন মিলিয়ে নেয়ার জন্যে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারে আলাদা কোনো ভেরিফিকেশন স্লিপ বা নিশ্চিতকরণপত্র ইস্যু করা হবে না। উক্ত সময়ের মধ্যে হিসাবাদি মিলিয়ে না নিলে ক্রেডিট ইউনিয়নে রক্ষিত হিসাবকে চূড়ান্ত বিবেচনা করে বার্ষিক বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হবে।

উৎপল কুমার অধিকারী (দলনেতা)
নিরীক্ষক
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ঢাকা
ও
ম্যানেজার, অডিট, কাল্ব।

বিজ্ঞ/১৩৮/২৬

কার্ডিনাল-পরিষদের বিশেষ সভা
২৬-২৯ জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি

২০২৫ খ্রিস্টাব্দে পোপ হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর পুণ্যপিতা পোপ লিও'র একটি বাসনা ছিল যে, বিশ্বজনীন মণ্ডলীকে, সহ-দায়িত্ব পালনের নীতি অনুসারে সেবা করার উদ্দেশ্যে, কার্ডিনাল-পরিষদের অভিজ্ঞতা ও তাদের প্রজ্ঞা দ্বারা মণ্ডলীতে উপকৃত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, কার্ডিনাল-পরিষদের সভা তিনি নিয়মিতভাবে আহ্বান করবেন যাতে মণ্ডলীকে জীবনধারা ও মিশনকর্মে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জের সন্মুখীন হতে হয় তা নিয়ে তাঁরা পরস্পরের সাথে আলোচনা এবং মণ্ডলীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার সহভাগিতা ও সংলাপ করে, মণ্ডলীর পালকীয় ও মিশনারি কর্মকাণ্ড নির্ধারণে, ঐশ-অবধারণ প্রক্রিয়ায় তাদের চিন্তা-ভাবনা অবজ্ঞাত ক'রে অবদান রাখতে পারেন। এ জন্যেই পোপ মহোদয় জুন মাসের ২৬-২৭ তারিখে কার্ডিনালদেরকে সভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমন্ত্রিত সভায় সর্বমোট ২৪১ জন কার্ডিনালদের মধ্যে ১৭৮ জন কার্ডিনাল উপস্থিত ছিলেন। অসুস্থতা ও বার্ধক্যই ছিল অনুপস্থিতিদের প্রধান কারণ।

সভার উদ্বোধনী অধিবেশন:

(১) মহাখ্রিস্টযাগ: পোপ মহোদয়ের পৌরহিত্যে কার্ডিনালদের সহার্পিত খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। উপদেশে পোপ মহোদয় যে বিষয়গুলোর অবতারণা করেছেন তা হল: যিশুর কথা– "আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা-প্রশাখা"; "বিশ্বাসের স্বাধীনতা"; "একতায়ই শান্তির মহাদান", "মানবতার মহিমা"।

(২) উদ্বোধনী অনুষ্ঠান: কার্ডিনাল-সঞ্চালক কর্তৃক স্বাগতম বক্তব্য এবং কার্ডিনাল-পরিষদের প্রধান কর্তৃক শুভেচ্ছা-বক্তব্য প্রদান করা হয়।

(৩) পোপ মহোদয়ের নির্দেশনামূলক বক্তব্য: পুণ্যপিতার আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়ার জন্য কার্ডিনালদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন; তিনি বলেন: সিনড-প্রক্রিয়ায় আমরা সবাই মিলনের নির্মাতা। "মানবতার মহিমা" শিরোনামে প্রকাশিত বিশ্বজনীনপত্রের আলোকে তিনটি বিষয় আলোচনার জন্য উত্থাপন করেন: (১) সাম্প্রতিক জগতের দুঃখ-বেদনা ও জ্বালা–যন্ত্রণা এবং প্রত্যাশার যুগলক্ষণ; (২) ক্ষমতার কৃষ্টি ও ভালবাসার সভ্যতা; (৩) গণমঙ্গল প্রতিষ্ঠা; পরিশেষে (৪) ২০২৭-২০২৮ খ্রিস্টাব্দে সিনড-প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন সম্বন্ধে আলোচনার আহ্বান জানান।

(৪) দলীয় সহভাগিতা ও কর্মপদ্ধতি: যোগদানকারী কার্ডিনালদের দু'টো বিভাগে ২০টি দলে বিভক্ত করা হয়: (ক) প্রথম ৮ টি দল: ডাইয়োসিসে কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত কিন্তু ভোটাধিকার-যোগ্য কার্ডিনালগণ এ আটটি দলের সদস্য। এ আটটি দলকে পোপ মহোদয় বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন যাতে ডাইয়োসিসে কর্মরত বিশপগণ স্থানীয় মণ্ডলীর অভিজ্ঞতা উত্থাপন করার অগ্রাধিকার লাভ করে। (খ) দ্বিতীয় ১২ টি দল: রোমীয় প্রশাসনিক দপ্তরের ভোটাধিকার-যোগ্য কার্ডিনালগণ এবং ভোটাধিকার-অযোগ্য কার্ডিনালগণ ছিলেন এই বারোটি দলের সদস্য।

(৫) সাধারণ অধিবেশনে উপস্থাপনা: দলীয় সহভাগিতার পূর্বে, সাধারণ অধিবেশনে, আলোচ্য বিষয়বস্তুর ওপর ১০ মিনিটের একটি লিখিত উপস্থাপনা সবার হাতে প্রদান করা হয় এবং বক্তা সবার জন্য বক্তব্যটি পাঠ করেন। বক্তব্যের শেষে তিন মিনিট নীরবতায় প্রার্থনা ও ধ্যান করা হয়।

(৬) দলীয় সহভাগিতা: দলীয় সহভাগিতায় পবিত্র আত্মায় অবধারণ পদ্ধতির উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় যাতে প্রত্যেক কার্ডিনাল তার চিন্তা ও মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পায়। নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর ওপর পবিত্র আত্মার নির্দেশনা কী তা জানার জন্য দলের মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি ধাপ অনুসরণ করা হয়। প্রত্যেক দলে একজন নির্ধারিত সঞ্চালক এবং একজন সেক্রেটারি পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকেন। এই তিনটি ধাপ চলাকালে প্রতিটি ধাপের শেষে আবার তিন মিনিট ব্যক্তিগত ধ্যান ও প্রার্থনায় পবিত্র আত্মার ইচ্ছা জানার সুযোগ গ্রহণ করা হয়।

প্রথম ধাপ – ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ: যোগদানকারী প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বাধিক তিন মিনিট সময়ের মধ্যে নিদিষ্ট বিষয়ের ওপর দলে সহভাগিতা করেন। সঞ্চালকের দ্বারা খুবই দৃঢ়তার সাথে নির্ধারিত সময় রক্ষা করা হয়।

দ্বিতীয় ধাপ – সহভাগিতা শ্রবণ করা: প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বাধিক দুই মিনিট কথা বলতে পারেন। নতুন কোন বিষয় উত্থাপন করা হয় না, বরং প্রত্যেকের মতামত ব্যক্ত করার পর, দলের মধ্যে যে বিষয়গুলোর গুরুত্ব পেয়েছে তা চিহ্নিত করা হয়।

তৃতীয় ধাপ – প্রতিবেদনের খসড়া প্রস্তুতি: সেক্রেটারি দলের সকলের সহায়তায় আলোচনার ফলাফল লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তীতে তা সাধারণ সভায় সহভাগিতা করা হয় তিন মিনিটের লিখিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে।

(৭) দলীয় প্রতিবেদন ও ব্যক্তিগত বক্তব্য

প্রথম বিভাগের ৮ দলের সেক্রেটারি কর্তৃক দলের প্রতিবেদন তিন মিনিট সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়। সব দলের প্রতিবেদন সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে সাধারণ অধিবেশনে পঠিত না হলেও লিখিত আকারে ই-মেইলের মাধ্যমে পোপ মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। কেউ যদি সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে নিজস্ব বক্তব্য রাখতে চান তাহলে তিন মিনিটের মধ্যে তা বলার সুযোগ থাকে।

পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় দলের প্রতিবেদন অথবা ব্যক্তিগত বক্তব্য শোনার জন্য সকল সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

প্রয়োজনে পোপ মহোদয় সাধারণ অধিবেশনের শেষের দিকে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য ব্যক্ত করেন।

২৬ জুন শুক্রবার: প্রথম অধিবেশন

(১) আলোচ্য বিষয়: "বর্তমান জগতের পরিস্থিতি কীরূপ? কোন ধরনের পরিস্থিতিতে খ্রিস্টমণ্ডলী মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করার জন্য আহূত"

(২) ঐশবাণীর ধ্যান: ভূমিকা: (H.E. Cardinal Grzegprz Rys):

সারসংক্ষেপ: দয়ালু শমরীয়র উপমা *(লুক ১০:৩০-৩৭);* বর্তমান জগতের পরিস্থিতি ব্যক্ত করছে:

সহিংসতায় ভুক্তভোগী ব্যক্তি বর্তমান জগতের মানুষের অবস্থা প্রকাশ করে:, দস্যুরা তার সবকিছু কেড়ে নিল; অভিবাসন, মাদকাসক্তি, যৌনাচার-দৃশ্য, নানা দাসত্ব; নানাভাবে আঘাতপ্রাপ্ত ও আহত মানুষ; সবাই পাশ কাটিয়ে চলে যায় আর সে একা; অর্ধমৃত-অবস্থা তার, ধর্মমন্দির (ধর্ম) ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছিল, ইত্যাদি।

শমরীয় – বর্তমান মানুষের প্রতিচ্ছবি: মমতাবোধ, ভুক্তভোগীর পাশে যাওয়া

ও অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করা; সহৃদয়তা, আত্মনিবেদন ও আত্ম-ত্যাগ, যত্ন, চিকিৎসা ও দরদ; ধর্মের লোক নয়, মন্দিরের পুরোহিত নয়, কিন্তু পথিক, ভক্তি ও ভালবাসার চিহ্ন; শমরীয় নিজেই মন্দির হয়ে প্রকাশ করল।

(৩) নীরবতা ও প্রার্থনা

(৪) দলীয় সহভাগিতার জন্য প্রশ্ন

বর্তমান জগতের কোন্ দুঃখ-যাতনা, উদ্বিগ্নতা এবং প্রশ্ন দ্বারা জনগণ ও মণ্ডলীর বিশ্বাসীবর্গ ভুক্তভোগী?

কোন ধরনের প্রত্যাশা, মঙ্গলসমাচারের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং সম্ভাব্য পুনর্মিলন, প্রভৃতির লক্ষণসমূহ দলীয় আলোচনায় গুরুত্ব দেয়া?

(৫) উপরোক্ত ৬ নম্বরে উদ্ধৃত তিনটি ধাপে দলীয় সহভাগিতা করা হয়।

(৬) প্রথমে ১-৮টি দলের এবং পরবর্তীতে ৯, ১২, ১৪, ১৫ নম্বর দলের প্রতিবেদন সাধারণ অধিবেশনে পেশ করা হয়।

(৭) পরিসমাপ্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর মুক্ত আলোচনা হয় এবং পরবর্তীতে সমাপনী প্রার্থনা করা হয়।

২৬ জুন শুক্রবার: দ্বিতীয় অধিবেশন

(১) আলোচ্য বিষয়: "ক্ষমতার কৃষ্টি এবং ভালবাসার সভ্যতা"

(২) বিষয়বস্তুর ওপর ভূমিকা: (H.E. Cardinal Victor Manuel Fernandez) "মানবতার মহিমা" বিষয়ক বিশ্বজনীনপত্রের ১৮২-১৯২ নং ধারার ওপর বক্তব্য রাখেন।

সারসংক্ষেপ: আধুনিক জগতে ক্ষমতার কৃষ্টি বিশ্বব্যাপী পরিলক্ষিত হচ্ছে। যার প্রভাব প্রত্যেকেই অনুভব করছে। ক্ষমতার বিশ্বায়ন সর্বত্র দেখা যাচ্ছে। প্রযুক্তি বিদ্যা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এর জন্য দায়ী। বর্তমানকালে মধ্যপ্রাচ্যে এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা, বিশেষভাবে মণ্ডলীর "আত্মরক্ষা" ও "ন্যায়-যুদ্ধ" ইদানিং প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে এবং স্বার্থ রক্ষার জন্য তার অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এটাই হচ্ছে "ক্ষমতার কৃষ্টি"র প্রকাশ।

"ক্ষমতার কৃষ্টি"র মধ্যে উদ্ভূত তিনটি বিষয় মণ্ডলী কোনভাবে গ্রহণ করতে পারছেনা: (ক) চলমান অসত্য চিন্তাধারার মধ্যে এবং গণমাধ্যমের কারণে যারা ভিন্নভাবে চিন্তা করে তাদের কোন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। এই মিথ্যার দায়-দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করতে চাইছেনা। (খ) "রাজনৈতিক বাস্তবতা"র নামে শান্তি ও সংলাপ অলীক-বাদ হিসেবে গণ্য হচ্ছে। (গ) অসঙ্গতিকে পরিকল্পিত ভাবে গ্রহণ করা হয়। যেমন একটি দেশকে যখন শত্রু বলে চিহ্নিত করে তখন সেই দেশকে নানা কথা, নিষেধাজ্ঞা, অগণতান্ত্রিক বলে দোষারুপ করা হয়। আর সেই দেশ যদি মিত্রপক্ষ হয় তাহলে তাদের স্বাধীনতার অধিকার, মানবাধিকার, গণতন্ত্র, ইত্যাদির অভাব সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ করা হচ্ছে না।

মণ্ডলীর সুখবর হচ্ছে মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। আমাদের মণ্ডলীর মধ্যে আছে নিরবচ্ছিন্নতা, ঐক্য, সমন্বিত ভাবনা, সামগ্রিকতা, সংহতি, ইত্যাদি। এ মূল্যবোধগুলো রাজনীতিতে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে না এবং সামাজিক ক্ষেত্রে তা লক্ষ্য করা যায় না। স্থানীয় মণ্ডলীগুলোকে সতর্ক হতে হবে যাতে "ক্ষমতার কৃষ্টি"তে নিমজ্জিত না হয়ে বরং বিকল্প কৃষ্টি নির্মাণের কাজে নিয়োজিত হই যেখানে থাকবে ভ্রাতৃত্ব ও গণমঙ্গল, মঙ্গলসমাচারের সংস্কৃতি ও ভালবাসার সভ্যতা।

(৩) নীরবতা ও প্রার্থনা

(৪) দলীয় সহভাগিতার জন্য প্রশ্ন

জগতের নানা উদ্বিগ্নতা, বিভাজন এবং সংঘর্ষ কীভাবে মণ্ডলী ও জনগণের জীবন প্রভাবিত করে?

কোন ধরনের ভাষা, মনোভাব এবং কর্মকাণ্ড জগতে পুনর্মিলন, সহাবস্থান ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে?

(৫) উপরোক্ত প্রশ্নগুলো ৬ নম্বরে উল্লেথিত তিনটি ধাপে দলীয় আলোচনা করা হয়।

(৬) প্রথমে ১-৮টি দলের এবং পরবর্তীতে ১০, ১৩, ১৬, ১৯ নম্বর দলের প্রতিবেদন সাধারণ অধিবেশনে পেশ করা হয়।

(৭) পরিসমাপ্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর মুক্ত আলোচনা হয় এবং পরবর্তীতে সমাপনী প্রার্থনা দিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

২৭ জুন শনিবার: তৃতীয় অধিবেশন

(১) উদ্বোধনী প্রার্থনা

(২) আলোচ্য বিষয়: "গণমঙ্গল নির্মাণ: বর্তমানের নির্মাণ ক্ষেত্রসমূহ"

(৩) বিষয়বস্তুর ওপর ভূমিকা: (H.E. Cardinal Stephen Brislin)

সারসংক্ষেপ: বাইবেলের চূড়া নির্মাণ: মানুষের পরিকল্পনা, মানুষের কাজ, মানুষের স্বপ্ন যা ঈশ্বরের স্বপ্নের সাথে কোন মিল নেই; বিচ্ছিন্নতা ও ধ্বংসের সৃষ্টি।

জেরুশালেমের প্রাচীর নির্মাণ: মানুষের বুদ্ধিমত্তা ঈশ্বরের কাজে নিয়োগ, শুধু যান্ত্রিক নয়, ঈশ্বরের কাজে মানুষের অংশগ্রহণ, সহ-দায়িত্ববোধ, ইত্যাদি।

সিনড-পদ্ধতিতে নির্মাণের চারটি ধাপ: সিনড-পদ্ধতির লক্ষ্য মানুষের মধে মিলন নির্মাণ করা। এ নির্মাণ কাজে চারটি নৃতাত্ত্বিক নীতি বা "নির্মাণের ব্যাকরণ" আছে: সুখী হওয়ার বাসনা, স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার সীমাবদ্ধতা, অধঃস্থনদের গুরুত্ব দেওয়ার সহ-দায়িত্বশীলতা এবং মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার আলোকে আত্মায় অবধারণ করা।

খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জন্য নির্মাণ কাজের ব্যাকরণ হচ্ছে ঐশতাত্ত্বিক। ঐশতাত্ত্বিক গুণগুলোর প্রকাশ সেখানে প্রকাশ পায়: বিশ্বাস দান করে দর্শন, ভালবাসা দান করে মিলন, আশা দান করে প্রেম-সভ্যতার স্থায়িত্ব এবং আত্মায় প্রার্থনা দান করে অভ্যন্তরীণ ঐক্য এবং আধ্যাত্মিকতার আদর্শ-প্রেক্ষাপট।

(৪) "মানবতার মহিমা" বিষয়ক বিশ্বজনীনপত্রের ১৮২-১৯২ নং ধারার ওপর বক্তব্য এবং নীরবতা ও প্রার্থনা।

(৫) দলীয় সহভাগিতার জন্য প্রশ্ন

আপনাদের এলাকায় কি ধরনের বিচ্ছিন্নতা বা বিভাজন আছে যা গণমঙ্গল প্রতিষ্ঠার জন্য পরিপন্থী?

জনগণ ও মণ্ডলীর মধ্যে কী ধরনের প্রত্যাশা এবং প্রশ্ন আছে যা মণ্ডলীকে শোনার জন্য আহ্বান করছে, অথবা যে-সম্বন্ধে তাদের কথা মণ্ডলী যথেষ্ট মনোযোগের সঙ্গে শুনছে না।

গণমঙ্গল প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় মণ্ডলী এবং বিশ্বজনীন মণ্ডলীর পরামর্শ কী? কোন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে মণ্ডলী ফলপ্রসূ অবদান রাখতে পারে?

(৬) উপরোক্ত ৬ নম্বরে উদ্ধৃত তিনটি ধাপে দলীয় আলোচনা করা হয়।

(৭) প্রথমে ১-৮টি দলের এবং পরবর্তীতে ১১, ১৭, ১৮, ২০ নম্বর দলের প্রতিবেদন সাধারণ অধিবেশনে পেশ করা হয়।

(৮) পরিসমাপ্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর মুক্ত আলোচনা হয় এবং পরবর্তীতে সমাপনী প্রার্থনা দিয়ে শেষ করা হয়।

২৮ জুন শনিবার: চতুর্থ অধিবেশন

(১) উদ্বোধনী প্রার্থনা

(২) আলোচ্য বিষয়: "মণ্ডলীতে সিনড-পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য পথরেখা"

(৩) বিষয়বস্তুর ওপর ভূমিকা: (H.E. Cardinal Mario Grech)

সারসংক্ষেপ:

(ক) মণ্ডলীর সিনড-প্রক্রিয়ার যাত্রায় পবিত্র আত্মার অভিজ্ঞতা: ধর্মপাল ও খ্রিস্টানসমাজের মধ্যে পারস্পরিক শ্রবণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে; মণ্ডলীতে অংশগ্রহণের বাসনা জাগছে; ধর্মপাল, যাজক, পুরুষ ও নারী সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণের মধ্যে এবং বিশেষ করে যুবসমাজে সম্মিলিত যাত্রা করার মনোভাব জাগ্রত হয়েছে; তাদের মধ্যে মিলন, অংশগ্রহণ ও মিশনকর্মে আগ্রহ, চেতনা ও সহ-দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পেয়েছে। সিনড প্রক্রিয়ায় আধ্যাত্মিক জীবনে এসেছে পবিত্র আত্মার সাথে বিশেষ

অভিজ্ঞতা। পবিত্র আত্মার সহায়তায় এবং তাঁরই প্রেরণায় একসঙ্গে পথচলার অভিজ্ঞতা হয়েছে।

(খ) সিনডধারা বাস্তবায়নের ধাপ: যোগাযোগ ও মিলন: সিনডধারায় বিচিত্রতার মধ্যে মিলন ও ঐক্যের সাধনা; আমরা সকলে খ্রিস্টের দেহ – আমরা একই দেহ। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বাড়বে যোগাযোগ ও মিলন, বিশেষ করে আমাদের কাছে দেওয়া আত্মিক শক্তির অংশগ্রহণে। সিনডধারা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা, আত্মস্থ করা, অবধারণ করা এবং পরিপক্কতা লাভ করা। প্রত্যেকে তার আপন আহ্বান, আত্মিক শক্তি এবং সহ-দায়িত্ববোধ অনুসারে বেড়ে ওঠবে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করার কর্মসূচি নয় বরং যে প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেছি তা নিয়ে গভীরে যাত্রা করা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খ্রিস্টসমাজ বা মণ্ডলী অন্যসমাজ ও মণ্ডলীর সাথে সংলাপে প্রবৃত্ত হওয়া। এ কাজে ধর্মপালই হচ্ছেন প্রধান পরিচালক। তাঁরই দায়িত্ব পবিত্র আত্মায় অবধারণ করা, মিলন রক্ষা করা, অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, সিনডধারাকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য পরিচালনা দান করা। সিনডধারায় ধর্মপালের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে অন্যসকল ব্যক্তি ও মাণ্ডলিক দল: সিনড টিম, অংশগ্রহণকারী সংগঠন, অভিষিক্ত যাজক-সেবাকর্মী, সন্ন্যাসব্রতী পুরুষ ও নারী, ধর্মসংঘ-সম্প্রদায়, সংগঠন-আন্দোলন, খ্রিস্টান সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান, গঠন-প্রশিক্ষণালয়, পরিবার, যুব সমাজ, এবং স্থানীয় ক্ষুদ্র সমাজ।

(গ) কোন্ পথরেখায় সিনড-বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলবে সেটা সংশ্লিষ্টরা নির্ধারণ করবে। কিন্তু বিশেষ করে চারটি ভাব উল্লেখ করা হচ্ছে যা বিভিন্ন ধাপে বর্তমান থাকবে: (১) সংগ্রহ করা: অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে সবার জন্য সমবেত প্রজ্ঞায় পরিণত করা। (২) স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে সংগ্রহ করে ব্যাখ্যা করা যার ফলে সবার মধ্যে অবস্থিত সাধারণ-গতি, দ্বন্দ্ব ও মিলনসহ, মণ্ডলীর জীবনধারার একটি আদর্শ রূপরেখা আবিষ্কার করা হয়। স্থানীয় ঐশতত্ত্বের অবতারণা করা। (৩) নতুনের দিকে অগ্রসর, নতুন পথের আবিষ্কার ও পরিচালনা: আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, ন্যায্যতা ও শান্তির জন্য মণ্ডলীর সেবা। (৪) উদ্যাপন করা: একত্রে সংগৃহীত করা, উন্নয়ন করা, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া, খ্রিস্টযাগে মিলনের উদ্যাপন করা।

(ঘ) কার্ডিনালদের পরিষদ ও সিনড: পবিত্র আত্মার বন্ধনে ঐক্যের চিহ্ন। সিনডধারা এবং সংঘবদ্ধতার ধারা মণ্ডলীর মিলন সমাজের প্রকাশ। সিনড ও কার্ডিনাল-পরিষদ একই সূত্রে গাঁথা, পিতরের সেবাকাজে নিয়োজিত।

(ঙ) পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে অনবরত পরিচালনা করেন। মণ্ডলীর সিনডধারা ও কার্ডিনাল-পরিষদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মণ্ডলীর মিশন, অর্থাৎ খ্রিস্টের মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করা।

(৪) মুক্ত আলোচনা: পোপের সাথে কার্ডিনালদের সংলাপ। এ পর্যায়ে সাধারণ সভায় অনেকজন কার্ডিনাল বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন; পোপ মহোদয়ের সাথে প্রায় এক ঘন্টা ব্যাপী আলোচনা করেন। তাঁরা পোপ মহোদয়ের নেতৃত্বের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রযুক্তি বিদ্যার অগ্রগতি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রেক্ষিতে তার প্রকাশিত “মানবতার মহিমা” শীর্ষক বিশ্বজনীনপত্র প্রকাশ এবং জগতের শান্তির প্রতিষ্ঠার জন্য যে মঙ্গলসমাচারীয় ও প্রাবক্তিক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তার জন্য সমবেতভাবে সাধুবাদ ব্যক্ত করেন এবং তাঁর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। সিনড-প্রক্রিয়ায় মণ্ডলী রূপান্তরের যে উদ্যোগ তিনি নিয়েছেন তাঁর জন্য প্রায় সকলেই সমর্থন জানিয়েছেন।

(৫) পোপের সমাপনী বক্তব্য: অতি ন্যায্যতা এবং মনোযোগের সাথে কার্ডিনালদের মন্তব্য তিনি সাদরে গ্রহণ করেছেন। আকুলতার সাথে নম্রভাবে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন যেন পিতরের প্রতিনিধির দায়িত্ব-পালনে কার্ডিনালদের সাথে সংঘবদ্ধতা এবং তাদের সহায়তা একান্ত আবশ্যক এবং এই সভায় সেই সাহায্যের দেয়ার জন্য তিনি সবার কাছে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

(৬) মিলন-ভোজ: পোপের আমন্ত্রণে পোপ মহোদয় ও কার্ডিনালগণ একত্রে একটি প্রীতিভোজে মিলিত হন। দলে দলে বসে মিলন-ভোজের মাধ্যমে পোপ মহোদয় ও কার্ডিনালগণের মধ্যে মিলন, অংশগ্রহণ ও মিশনের ঐক্য উদ্যাপিত হয় আনন্দভোজে।

উপসংহার:

কার্ডিনালদের সভায় পোপ মহোদয় প্রত্যেকটি সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। অনেকের সাথে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কথাবার্তা বলেছেন। আমি দুই দিনে তিনবার তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁর কাছে ব্যক্ত করেছি বাংলাদেশের জনগণের একাত্মতা, প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আমাদের ভালবাসা, সমর্থন ও বিশ্বস্ততা এবং অঙ্গীকার করেছি আমাদের প্রার্থনা এবং বাংলাদেশের জন্য কামনা করেছি তাঁর আশীর্বাদ।

২৮ জুন রবিবার, উপাধিসূত্রে পাওয়া পবিত্র সাক্রামেন্তের জননী কুমারী মারীয়া নামক প্যারিশ গির্জায় ইতালিয়ান ভাষায় খ্রিস্টযাগ অর্পণ করার সুযোগ নিয়েছিলাম। এবারে খুবই আনন্দ পেয়েছি যে, আমার সাথে বাংলাদেশের আর্চবিশপ বিজয় ক্রুজ, বিশপ সেবাস্তিন টুডু, বিশপ শরৎ গোমেজ এবং ফাদার লরেন্স টপ্প খ্রিস্টযাগে, প্যারিশের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে এবং পবিত্র সাক্রামেন্ত সংঘের ফাদারদের সাথে মিলন-ভোজে অংশগ্রহণ করেছেন।

২৯ জুন, সোমবার ছিল সাধু পিতর ও পলের মহাপর্ব। এই পর্ব উপলক্ষে সাধু পিতরের গির্জায় পোপের পৌরহিত্যে মহা খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয় এবং নিয়োজিত ৩৫ জন নতুন আর্চবিশপদের প্যাল্লিউম প্রদান করা হয়।

এবারের সফরের আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল এই যে, বেশ কয়েকবার সুযোগ হয়েছিল সাধু পিতরের গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করার। প্রার্থনায় পরস্পরার প্রিয়জনদের, বন্ধু যিশু সংঘের সদস্যদের, বাংলাদেশের ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের, পবিত্র ক্রুশ সংঘের ও অন্যান্য পরিচিত ধর্মসংঘের ফাদার-ব্রাদার-সিস্টারদের, পরিচিত ভক্তজনগণ, সংঘ-সংস্থার ভক্তজনগণ, অসুস্থদের, যারা প্রার্থনা করার জন্য অনুরোধ করেছেন তাদের জন্য এবং দেশের সকল মানুষকে স্মরণ করে সবার জন্য ঈশ্বরের কাছে অনুনয় করা। এর মাধ্যমে উপলব্ধি হয়েছে অন্তরে শান্তি ও একাত্মতা। ৵

“পরাজয়ের বেদনায় আশার আলো”

নির্মল এল. গমেজ

খেলাতে জয়-পরাজয় আছে তবু,
নিজ দলের পরাজয়
মেনে নিতে পারি না কভু।
শতশ্রম, মেধা দিয়েও হয়নিকো জয়,
কিছু ভুলের জন্য হতে হলো পরাজয়।
হেরে যাওয়ার ব্যথা, কান্না
সহেনা বুকে আর,
দুঃখের কান্নায় হৃদয়ে বয়ে যায় বন্যা।
অনেক কষ্টে মেনে নেই পরাজয়,
বুকে বড় আশা, আমার কোন একদিন
ভেসে যাবে আনন্দের বন্যায় ,
বাতাসে ভেসে বেড়াবে জয়ের ধ্বনি,
আমার প্রিয় দল পড়বে জয়ের মালা,
আনবে বিশ্বকাপ আমার ঘরে।
পরাজয়ে নেই কোন ভয়,
নেই কোন সংশয,
অধ্যবসায়, দলগত প্রচেষ্টায় হবে
একদিন জয়॥

"সদাপ্রভু ধার্মিকদেরকে ধরে রাখেন" (সামসঙ্গীত ৩৭:১৭)

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া

মাটির প্রতিমার ভিতর যদি ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়, মসজিদ, মন্দির, গির্জার ইট পাথরের কঠিন দেয়াল ভেদ করে যদি তিনি তাঁর উপস্থিতি জানান দেন তবে মানুষের ভিতরে নয় কেন? পৃথিবীতে মানুষ নামক প্রাণীগোষ্ঠীরাই কেবল একজন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর আছেন, তাকে একেকজন একেক নামে ডাকেন, একেকভাবে চিনেন, ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে উপাসনা করেন।

পৃথিবীর সকল প্রান্তের প্রতিটি মানুষ কোনো না কোনোভাবে সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী ও পূজারী; তারা নিশ্চয় পূজা অর্চনা, আরাধনা ও নামাজ কায়েম করার সময় ঈশ্বর দর্শন ও তাঁর অপার করুণা লাভ করেন; তবে কোন পাপ ও অজ্ঞতার কারণে, কোন অপশক্তির জোরে এবং কেন মানুষ অন্য মানুষ, প্রাণী ও প্রকৃতির প্রতি এতটা হিংস্র, বর্বর, জঘন্য আর পৈশাচিক আচরণ করে?

এই জগতের অন্য কোনো প্রাণী বা জীবকে মসজিদ, মন্দির, গির্জা বানাতে হয়না, সময় ও নিয়ম করে তার সৃষ্টিকর্তার উপাসনাও করতে হয়না, তবুও সেই প্রাণীকুল মানুষের প্রতি বিশ্বস্ততা, ভালোবাসা ও পরস্পর মায়া-মমতায় এবং নিজেদের শক্তি, বুদ্ধি ও কৌশলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকে। তারা নিজেরা ক্ষতির শিকার না হলে কখনো মানুষের ক্ষতি করে না। অথচ মানুষ নামক এক অদ্ভুত জাতি জগতের সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, শারীরিক ও মানসিক পূর্ণতা ও শক্তি লাভ করেও পরস্পর ক্ষতি সাধন করে, অপরের জীবন ধ্বংস করে, চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। তবে কি মানুষ ন্যায় ও ধর্মের পথ থেকে সরে দিন দিন অমানুষ হয়ে উঠছে?

পুরো জগত ঈশ্বরের ঐশ্বর্য দ্বারা সজ্জিত। মানুষের কল্যাণে, তাদের সুখের ও ভোগের জন্য ঈশ্বর পৃথিবীতে বিস্তর উপাদান সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো যেমন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন জলে ও স্থলে তেমনি রেখেছেন আকাশেও। তবুও মানুষের স্বস্তিবোধ নেই, তবুও মানুষের অভাব ও তৃষ্ণার অন্ত নেই। এত প্রাপ্তির পরও মানুষের অধিক ভোগের বাসনা ফুরায় না। এই ভোগের বাসনায় মানুষ কখনো কখনো হিংস্র হয়ে ওঠে, তারা দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হয়, মানুষ হয়েও কাম-ক্রোধ ও লোভে তাদের আচরণ দানবের রূপ নেয় এবং তারা মানুষের স্তর থেকে অমানুষের স্তরে নেমে আসে।

ঈশ্বর মানুষের সুখ ভোগের জন্য কেবল যে বিস্তর সম্পদে জগত পরিপূর্ণ রেখেছেন তা নয়, মানুষকে দিয়েছেন অন্য সকল প্রাণীর চেয়েও অধিক জ্ঞান-বুদ্ধি, শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার, দিয়েছেন অন্যের প্রতি মায়া-মমতা ও দয়া করার শিক্ষা। তবুও মানুষ ধর্মের পথ থেকে সরে, নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধের অভাবে, পার্থিব মোহে সহিংস হয়ে ওঠে, প্রকৃতি, পরিবেশ ও প্রাণীর ক্ষতি সাধন করে।

সকল ধর্মই সৃষ্টিকর্তাকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে এবং বিস্তৃতি লাভ করেছে। এটি একটি বিশ্বাস যা আত্মিক শক্তি ও শান্তি বৃদ্ধি করে এবং যা কেবল মানুষের অন্তরেই বিরাজ করে। ধর্মের প্রতিটি কর্ম মানুষ তার অন্তর দিয়ে উদ্‌যাপন করে। এই ধর্মের শক্তি মানুষের জীবনকে সুশৃঙ্খল করে, নৈতিকতা, জাগতিক নিয়ম এবং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলার সুযোগ ও শিক্ষা দান করে। ধর্মের মধ্যে মানুষ ঈশ্বরকে খুঁজে পায়, তাঁর মধ্যেই সে লাভ করে তার স্বয়ংসম্পূর্ণতা। ধর্ম মানুষকে আত্ম উপলব্ধি করতে শেখায়, সুশৃঙ্খল ও মানবিক হতে শেখায়। জগতের অন্য কোনো প্রাণী বা জীব তা কখনোই কোনো ধর্ম ধারণ বা পালন করে না। তারা নিজ ভূমি ছেড়ে অন্য কারো ভূমি দখল করেনা, তারা যুদ্ধ, দাঙ্গা হাঙ্গামা করে না, তারা মানুষের চেয়েও অধিক বিশ্বস্ততায়, ন্যায্যতায় ও সুশৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন করে; তারা মানুষের কাছে শিক্ষণীয় চরিত্র। এদের জীবন অনুসরণ করে মানুষ তার জীবনে আত্মিক সমৃদ্ধি ঘটাতে পারে। তারা মানুষের মত কথা বলতে পারে না, কিন্তু তাদের ভালোবাসা, আবেগ ও মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা আমাদের জীবনবোধকে জাগ্রত করে, ধর্ম পালনের পাশাপাশি আমাদের পশুপাখিদের আচরণও অনুসরণ করা উচিত কারণ একজন মানুষের আচরণ বোঝা যায় পশুর প্রতি তার আচরণ দেখে।

ঈশ্বর প্রীতি মানুষকে আদর্শবান করে তোলে, তার জীবনবোধকে উন্নত করে। সৎকর্ম করার অভ্যাস মানুষের একটি মহৎ গুণ, নীতিবোধ ও নৈতিকতা তার শক্তিশালী ভিত্তি। আত্মিক প্রশান্তি এমন এক অনুভূতি যা কেবল মানুষের সৎকর্ম দ্বারা অনুভব করা যায়। বিশ্বাস করি প্রতিটি সৎকর্মের সাথে ঈশ্বর থাকেন, তিনিই মানুষের সাথে থেকে সেই সৎকর্ম পরিচালনা করার আত্মিক শক্তি দান করেন, "সদাপ্রভু ধার্মিকদেরকে ধরে রাখেন।" *(সামসঙ্গীত ৩৭:১৭)*।

যারা সর্বদা অসৎ কাজে লিপ্ত থাকে তারা কখনো ঈশ্বরের সন্ধান করে না। তারা তাদের জন্ম-মৃত্যুর কথা ভুলে যায়, পৃথিবীতে তারা ঘৃণিত ও অভিশপ্ত জাতি হিসেবে চিহ্নিত হয়। তারা সেরকম যেমনটি লেখা আছে পবিত্র বাইবেলের সামসঙ্গীত *(৩৬:১-৪)* "দুষ্টের হৃদয়মধ্যে অধর্ম তার কাছে কথা বলে, ঈশ্বর-ভয় তার চক্ষুর অগোচর। সে নিজের দৃষ্টিতে আত্মশ্লাঘা করে বলে, আমার অধর্ম আবিষ্কৃত ও ঘৃণিত হবে না। তার মুখের বাক্য অধর্ম ও ছলমাত্র; সে সুবিবেচনা ও সদাচরণ ত্যাগ করেছে। সে আপন শয্যাতে অধর্ম কল্পনা করে, সে কুপথে দাঁড়াইয়া থাকে, সে দুষ্কর্ম ঘৃণা করে না।" আমরা সৃষ্টির সেরার সম্মান যদি ধরে রাখতে না পারি তবে আমাদের মানুষ জন্মই বৃথা।

আমরা হিন্দু হই, মুসলিম কিংবা খ্রিস্টান ধর্মের মানুষ হই; নিজের ধর্মের পরিচয় নয় বরং ধর্মের শিক্ষা, নম্রতা ও সততার পরিচয় সকলের কাছে প্রকাশিত হোক। ধর্ম যার যাই হোক ধর্মের শিক্ষা সকলের এক, আরাধ্য পুরুষও এক। আমরা যদি অন্তর দিয়ে পরম আত্মার ধ্যানে বসি নিশ্চিত ঈশ্বরের দেখা পাবো। সেই ধ্যানে অনুভব করবো এমন এক আত্মিক শক্তি যে শক্তি আমাদের উপরে তুলে ধরবে, আমাদের চালনা করবে, জাগতিক দুঃখ থেকে তুলে নিয়ে যাবে শান্তি আর মহত্ত্বের এক রাজ্যে। ঈশ্বরের ধ্যান মানুষকে সৎ চিন্তায় নিমগ্ন করে; সৎ চিন্তা আমাদের চারপাশের বায়ুর মতো পরিবেষ্টিত থাকুক, জীব, প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে সমতায়-মমতায় ও প্রেমে জীবন পরিচালিত হোক। ৯

(১২ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

অনন্য প্রতীক। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খেলার ধরন, কৌশল ও প্রযুক্তি বদলেছে, কিন্তু ফুটবলের প্রতি মানুষের ভালোবাসা একটুও ম্লান হয়নি। বরং প্রতিটি প্রজন্ম নতুন করে এই খেলাকে আপন করে নিয়েছে। তাই ফুটবলের উন্মাদনা কেবল একটি মৌসুমি আবেগ নয়; এটি বিশ্বমানবতার এক চিরন্তন অনুভূতি। একটি প্রচলিত উক্তিতে বলা হয়, "ফুটবল শুধু একটি খেলা নয়; এটি এমন একটি ভাষা, যা পৃথিবীর সব মানুষ বুঝতে পারে।" সত্যিই, এই ভাষার কোনো অনুবাদের প্রয়োজন হয় না; একটি বল, একটি গোল এবং একটি মুহূর্তের উল্লাসই পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের হৃদয়কে একই অনুভূতির বন্ধনে আবদ্ধ করে। ৯

ফুটবল উন্মাদনায়

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

ফুটবল কেবল একটি সাধারণ খেলা নয়; এটি মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি, শৃঙ্খলা, দলগত চেতনা এবং জয়ের অদম্য ইচ্ছা সৃষ্টি করে। এটি বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের আবেগ, পরিচয় ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। শারীরিক ব্যায়াম এবং নির্মল বিনোদন উভয় দিক থেকেই মানবজীবনে এই খেলার গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যান্য অনেক খেলার তুলনায় ফুটবলকে ঘিরে উত্তেজনা, উন্মাদনা ও আবেগ অনেক বেশি। ফুটবল এক আবেগের নাম, এক অফুরন্ত ভালোবাসার নাম। ফুটবল শুধু একটি খেলা নয়, এটি অসংখ্য মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন। ইংরেজিতে একটি বহুল প্রচলিত উক্তি আছে– "Football is in our blood, football is in our heart." আরেকটি জনপ্রিয় উক্তি হলো– "Football? Are you talking about feelings?" সত্যিই, ফুটবল একটি অনুভূতির নাম। যারা ফুটবল ভালোবাসে, তারাই কেবল এই অনুভূতির গভীরতা উপলব্ধি করতে পারে।

ফুটবলের অনুভূতি শুধু ম্যাচ দেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এই খেলাকে ঘিরেই জন্ম নেয় অসংখ্য আলোচনা সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক, প্রাণবন্ত আড্ডা, আবার কখনো কখনো মতবিরোধও। এটাই ফুটবলের বৈশিষ্ট্য। এটি মানুষকে একই সঙ্গে আনন্দ দেয়, উত্তেজিত করে এবং ভাবায়। আর্জেন্টাইন ফুটবলার কার্লোস তেভেজ বলেছেন, "ফুটবল শেখায় ধৈর্য, নিয়মানুবর্তিতা ও আত্মবিশ্বাস।" সত্যিই, ফুটবল শুধু শরীরচর্চার মাধ্যম নয়; এটি মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ফুটবল খেলার সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হলো এর সহজলভ্যতা। এই খেলার জন্য খুব বেশি সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না। একটি বল থাকলেই মাঠে, রাস্তায় কিংবা কোনো খোলা জায়গায় খেলা শুরু করা যায়। ধনী-গরিব, ছোট-বড়, শহর কিংবা গ্রাম–সব শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে ফুটবল সমানভাবে প্রিয় ও জনপ্রিয়। এই সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতাই ফুটবলকে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলায় পরিণত করেছে। কিংবদন্তি ফুটবলার পেলে বলেছেন, "ফুটবল পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর খেলা।" সত্যিই, যে খেলায় একটি বলই মানুষে মানুষে আনন্দ, বন্ধুত্ব, প্রতিযোগিতা ও সম্প্রীতির সেতুবন্ধন গড়ে তোলে, তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর খেলা বলাই যথার্থ।

ফুটবল বিশ্বকাপ শুধু একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয়; এটি মানবসভ্যতার অন্যতম বৃহৎ সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উৎসব। চার বছর পরপর অনুষ্ঠিত এই আয়োজন যেন সমগ্র পৃথিবীকে নতুন করে এক সুতোয় গেঁথে দেয়। ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা কিংবা রাজনৈতিক মতাদর্শের বিভাজন অতিক্রম করে কোটি কোটি মানুষ একই আবেগে, একই প্রত্যাশায় এবং একই আনন্দে একত্রিত হয়। যে মানুষটি প্রতিদিন কর্মব্যস্ততায় নিমগ্ন থাকেন, রাজনীতি নিয়ে তর্ক করেন, অফিসের চাপ সামলান কিংবা জীবনের নানা সংকট মোকাবিলা করেন, বিশ্বকাপের সময় তিনিও যেন ফিরে যান শৈশবের নির্মল উচ্ছ্বাসে। একটি গোল, একটি জয় কিংবা একটি পরাজয় তখন শুধুই একটি দলের ফলাফল থাকে না; তা ব্যক্তিগত অনুভূতি, আনন্দ, বেদনা ও গর্বের অংশ হয়ে ওঠে। ফুটবলের এই অসাধারণ আবেগঘন শক্তি অন্য খুব কম খেলাতেই এত গভীরভাবে প্রকাশ পায়।

বিশ্বকাপ শুরু হলে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি শহর, প্রতিটি পাড়া, প্রতিটি পরিবার এবং প্রতিটি আড্ডার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে একটি ফুটবল। সমর্থনের পার্থক্য থাকলেও সবাই একই বৈশ্বিক উৎসবের অংশ হয়ে ওঠে। পতাকা, জার্সি, রঙিন আলোকসজ্জা, বন্ধুদের প্রাণবন্ত আড্ডা, চায়ের কাপ আর ম্যাচ-পূর্ব উত্তেজনা– সব মিলিয়ে বিশ্বকাপ যেন এক অনন্য উৎসবের আবহ সৃষ্টি করে। ফুটবল কিংবদন্তি পেলে যথার্থই বলেছেন, "ফুটবলই সেই খেলা, যা সারা বিশ্বকে এক করে রাখে।" অন্যদিকে কিংবদন্তি ফুটবলার ডিয়েগো ম্যারাডোনার ভাষায় " ফুটবল পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর খেলা।" এই উক্তিগুলোর সত্যতা ফুটবল বিশ্বকাপের প্রতিটি আসরেই নতুনভাবে প্রতিফলিত হয়। তাই বিশ্বকাপ কেবল একটি প্রতিযোগিতা নয়; এটি মানুষের আবেগ, স্বপ্ন, ঐক্য, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বজনীন সম্প্রীতির এক অনন্য মহোৎসব।

ফুটবলের সবচেয়ে বড় আকর্ষণগুলোর একটি হলো গোলের অনিশ্চয়তা। শেষ বাঁশি বাজার আগ পর্যন্ত কোনো দলই নিশ্চিতভাবে জয় দাবি করতে পারে না। তাই একটি ম্যাচের প্রতিটি মুহূর্ত দর্শকদের টানটান উত্তেজনায় বেঁধে রাখে। শেষ মিনিটের গোল, পেনাল্টি শুটআউট, অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন কিংবা অপ্রত্যাশিত অঘটন– এসবই ফুটবলকে এক অনন্য নাটকীয়তায় ভরিয়ে তোলে। একটি ম্যাচেই আনন্দ, বেদনা, আশা, হতাশা, বিস্ময় ও উল্লাস–মানবিক অনুভূতির প্রায় সব রঙেরই প্রকাশ ঘটে। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই ফুটবল খেলা হয় এবং বিপুল আগ্রহ নিয়ে উপভোগ করা হয়। ভাষা, ধর্ম, বর্ণ কিংবা সংস্কৃতির ভিন্নতা থাকলেও ফুটবল মানুষকে এক অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ করে। এই খেলার প্রকৃত শক্তি শুধু মাঠের কৌশল, গতি বা দক্ষতায় নয়; বরং মানুষের হৃদয়ে জাগিয়ে তোলা আবেগে নিহিত।

মাত্র ৯০ মিনিটের একটি ম্যাচে কোটি কোটি মানুষ একই সঙ্গে হাসে, কাঁদে, উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করে, প্রার্থনা করে এবং স্বপ্ন দেখে। পৃথিবীর খুব কম ঘটনাই এত বিপুলসংখ্যক মানুষকে একই সময়ে একই অনুভূতিতে একত্রিত করতে পারে। এই সম্মিলিত আবেগ, প্রত্যাশা ও উন্মাদনাই ফুটবলকে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয়, সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং সবচেয়ে আবেগঘন খেলায় পরিণত করেছে।

ফুটবলের প্রতি মানুষের এই গভীর আকর্ষণের আরেকটি কারণ হলো এর অনিশ্চয়তা ও সমতার সৌন্দর্য। কাগজে-কলমে শক্তিশালী দলও অনেক সময় অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলের কাছে পরাজিত হয়। আবার পিছিয়ে পড়া একটি দল শেষ মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয় ছিনিয়ে আনতে পারে। এই অনিশ্চয়তাই প্রতিটি ম্যাচকে নতুন গল্পে পরিণত করে এবং দর্শকদের শেষ বাঁশি বাজা পর্যন্ত আশাবাদী করে রাখে। ফুটবল কেবল খেলোয়াড়দের নয়, সমর্থকদেরও একটি পরিচয় নির্মাণ করে। একটি ক্লাব বা জাতীয় দলের প্রতি সমর্থন বহু মানুষের কাছে পারিবারিক ঐতিহ্য, শৈশবের স্মৃতি কিংবা আত্মপরিচয়ের অংশ হয়ে ওঠে। তাই কোনো দলের জয় যেমন অসংখ্য মানুষের মুখে হাসি ফোটায়, তেমনি পরাজয়ও তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। এই আবেগ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হয়ে ফুটবলকে একটি জীবন্ত সংস্কৃতিতে রূপ দিয়েছে।

আধুনিক প্রযুক্তি ও গণমাধ্যম ফুটবলের জনপ্রিয়তাকে আরও বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। টেলিভিশন, ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে পৃথিবীর এক প্রান্তে অনুষ্ঠিত একটি ম্যাচ মুহূর্তের মধ্যেই অন্য প্রান্তের দর্শকের কাছে পৌঁছে যায়। ম্যাচের প্রতিটি গোল, প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি আলোচনা বিশ্বব্যাপী কোটি মানুষের অংশগ্রহণে এক বিশাল সামাজিক অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়।

ফুটবল শুধু একটি খেলা নয়; এটি মানুষের স্বপ্ন, আবেগ, ঐক্য, প্রতিযোগিতার মানসিকতা এবং পারস্পরিক সম্প্রীতির এক

(বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

প্রযুক্তিতে বিড়ম্বনা ও এর দ্বান্দ্বিক সমস্যা

অর্ণব জাস্টিন হালদার

"The time will come when diligent research over long periods will bring to light things which now lie hidden. A single lifetime even though entirely devoted to the sky, would not be enough for the investigation of so vast a subject. And so, this knowledge will be unfolded only through long successive ages. There will come a time when our descendants will be amazed that we did not know things that are so plain to them. Many discoveries are reserved for ages still to come when memory of us will have been effaced. Our universe is a sorry little affair unless it has in it something for every age to investigate. Nature does not reveal her mysteries once and for all."

দার্শনিক সেনেকা হয়তো অনেকটা হেঁয়ালিপনার মাঝে থেকেই উপরের কথ াগুলো বলেছিলেন, কিন্তু আজকের বিশ্বের দিকে তাকালে তা যেন একপ্রকার নিরেট সত্য হয়ে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার প্রভৃতির এই দুরন্তর গতিময়তা আমাদের নিকট আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠে যখন আমরা তথ্যপ্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতার দিকে তাকাই। পাঁচ দশক আগেও কেউ কখন হয়তো এটা কল্পনা করতে পারি নি যে; পৃথিবী আজকে এই উচ্চতায় পৌঁছবে, অথচ প্রথম শতাব্দীর মানুষ হয়েও দার্শনিক সেনেকা আমাদেরকে সেই পূর্বাভাস দিয়ে গেছেন বহু আগে। তার ভাষ্য মতে, "There will come a time when our descendants will be amazed that we did not know things that are so plain to them." সেনেকা যথার্থই বলেছেন।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে তথ্যপ্রযুক্তির উদ্ভব কেবল একটি বৈজ্ঞানিক বিজয় নয়, বরং এটি মানুষের জীবনদর্শন ও অস্তিত্বের এক নবতর বিনির্মাণ। আদিকাল থেকে মানুষ তার সীমাবদ্ধতাকে জয় করে অসীমের সাথে যুক্ত হওয়ার যে নিরন্তর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে আসছে, তথ্যপ্রযুক্তি এবং প্রিন্ট মিডিয়া সেই আকাঙ্ক্ষাকেই একটি ডিজিটাল রূপরেখা প্রদান করেছে। এই প্রযুক্তিগত বিপ্লব মানুষের ব্যক্তিগত চিন্তার জগত থেকে শুরু করে পারিবারিক আদান-প্রদান, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের নিগূঢ় পথকেও নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। আধুনিক মানুষের অস্তিত্ব এখন কেবল রক্ত-মাংসের দেহে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা তথ্যের এক অদৃশ্য জালে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয়েছে। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে প্রতীয়মান হয় যে, তথ্যপ্রযুক্তি আমাদের সামনে একদিকে যেমন জ্ঞান ও সংযোগের অসীম দিগন্ত উন্মোচন করেছে, অন্যদিকে তেমনি মানুষের একান্ত নিভৃত জগত ও আত্মিক প্রশান্তির সামনে এক যান্ত্রিক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে।

প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একটি দ্বান্দ্বিক সত্য আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়, যা মূলত সমস্যার সমাধান নয় বরং সমস্যার রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে। আদিকাল থেকে মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষা এবং জীবনযাত্রাকে সহজতর করার লক্ষ্যে নিরন্তর নতুন নতুন কৌশল ও যন্ত্র আবিষ্কার করে আসছে। প্রতিটি বড় আবিষ্কার বা প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ কোনো না কোনো বিদ্যমান সংকট মোচনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির হলেও, দীর্ঘমেয়াদে তা এমন কিছু নতুন ও জটিলতর সমস্যার জন্ম দিচ্ছে যা ওই উদ্ভাবনের অনুপস্থিতিতে ঘটা অসম্ভব ছিল। এই প্রক্রিয়াটিকে সমাজতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের দর্শনে 'অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতির সূত্র' (Law of Unintended Consequences) হিসেবে অভিহিত করা যায়।

ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় যে, মানুষ যখনই কোনো প্রাকৃতিক বা ব্যবহারিক প্রতিবন্ধকতা জয় করেছে, তখনই সমাজ কাঠামোতে একটি নতুন শূন্যস্থান বা সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, শিল্প বিপ্লবের সময় কায়িক শ্রমের লাঘব এবং উৎপাদনের গতি বৃদ্ধির জন্য বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও কলকারখানার উদ্ভব ঘটেছিল। এটি তৎকালীন দারিদ্র্য ও অভাব দূর করতে সক্ষম হলেও সমান্তরালভাবে বায়ুদূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং নগরকেন্দ্রিক জনাকীর্ণ মানবেতর জীবনযাপনের মতো এমন সব বৈশ্বিক সংকটের সূত্রপাত করেছে, যা প্রাক-শিল্প যুগে কল্পনাতীত ছিল। একইভাবে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি করেছে এবং মহামারি থেকে মুক্তি দিয়েছে, কিন্তু এর ফলে উদ্ভূত জনসংখ্যা বিস্ফোরণ প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করেছে যা এখন খাদ্য ও আবাসন নিরাপত্তার জন্য নতুন এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তির বর্তমান যুগে এই রূপান্তর আরও প্রকটভাবে দৃশ্যমান। আমরা যখন তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং দ্রুত যোগাযোগের জন্য ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তৈরি করলাম, তখন ভৌগোলিক দূরত্বের সমস্যাটি চিরতরে মিটে গেল। কিন্তু এর পরিবর্তে মানবজাতি এখন সাইবার অপরাধ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তার চরম লঙ্ঘন এবং 'ইনফরমেশন ওভারলোড' -এর মতো মনস্তাত্ত্বিক সংকটে নিমজ্জিত। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর উদ্ভাবন মানুষের মেধাভিত্তিক শ্রমকে লাঘব করার প্রতিশ্রুতি দিলেও এটি কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা এবং নৈতিক অবক্ষয়ের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। অর্থাৎ একটি সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আমরা অজান্তেই আরও শক্তিশালী ও বহুমুখী সমস্যার বীজ বপন করছি। এই প্রেক্ষাপটে এটি প্রতীয়মান হয় যে, প্রযুক্তি বা আবিষ্কার আমাদের সমস্যা থেকে চূড়ান্ত মুক্তি দিতে পারে না। এই একই মানদণ্ডে প্রিন্ট মিডিয়াকেও মাপা সম্ভব। সাহিত্যিক মার্ক টোয়েনের একটা বেশ বিখ্যাত কথা আছে, "If you do not read newspaper, you are uninformed, but if you read newspaper you are misinformed"। সুতরাং, বলাই বাহুল্য, প্রিন্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রেও উন্নতির দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি একই রূপে প্রযোজ্য। মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও জীবনযাত্রার মান যত উন্নত হয়, সমস্যার সংজ্ঞাও তত পরিবর্তিত হয়। একটি নির্দিষ্ট স্তরের সমাধান পরবর্তী স্তরের প্রত্যাশাকে বাড়িয়ে দেয়, যা নতুন কোনো প্রতিবন্ধকতাকে 'সমস্যা' হিসেবে চিহ্নিত করে। ফলে মানবসভ্যতা আসলে কোনো সমস্যামুক্ত গন্তব্যের দিকে যাচ্ছে না, বরং এটি নিরন্তর 'উন্নততর ও জটিলতর সমস্যার' অভিমুখে ধাবিত হচ্ছে। সমস্যা শেষ হয় না, এটি কেবল তার রূপ এবং প্রকৃতি পরিবর্তন করে নতুন বাস্তবতায় আবির্ভূত হয়। তাই প্রযুক্তিকে সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হিসেবে না দেখে একে বিবর্তনের একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে দেখাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, যেখানে প্রতিটি সমাধানের সাথেই একটি নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মানসিক প্রস্তুতি অপরিহার্য।

তথ্যপ্রযুক্তির বৈপ্লবিক বিস্তার বর্তমান মানবসভ্যতার প্রতিটি স্তরে এক আমূল পরিবর্তনের সূচনা করেছে, যা ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই চারটি ক্ষেত্রকে যদি একটি একক জীবন-দর্শনের সুতোয় গেঁথে বিশ্লেষণ করা হয়, তবে দেখা যায় তথ্যপ্রযুক্তির মূল ভূমিকা হলো মানুষের সংযোগ সক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এটি ব্যক্তির সৃজনশীলতা ও কর্মদক্ষতাকে শাণিত করে তাকে একবিংশ শতাব্দীর একজন দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলেছে। পারিবারিক কাঠামোতে এটি ভৌগোলিক দূরত্বকে জয় করে প্রিয়জনদের

(বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

উন্নয়ন ভাবনা

৩৪

ডক্টর ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসি

সাধু পিতর ও পলের নেতৃত্ব: ভিন্নতার সহাবস্থান এবং জগতের অন্তর্ভুক্তি

১. বিশ্বব্যাপী ও স্থানীয় সমাজে শিক্ষিত, দক্ষ এবং অভিজ্ঞ মানুষ অনেক রয়েছে। কিন্তু সত্যিকারের সৎ, বিনয়ী, মানবিক, নৈতিক ও ঈশ্বর বিশ্বাসী নেতার প্রয়োজন দিন দিন বাড়ছে। ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, আত্মকেন্দ্রিকতা, অসততা এবং নৈতিক অবক্ষয়ে আমাদের সমাজ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। এ পরিস্থিতির জন্য আমরা সকলেই কোন না কোনভাবে দায়ী। এমন প্রেক্ষাপটে সাধু পিতর ও পলের জীবন আমাদের সামনে খ্রিস্টীয় নেতৃত্বের এক অনন্য আদর্শ। তাঁরা জন্মগতভাবে সাধারণ ছিলেন; তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহে মণ্ডলীতে অসাধারণ নেতৃত্ব দিয়েছেন। পটভূমি, জীবনাচরণ এবং প্রেরণকর্ম খুব বেশি আলাদা হলেও, তারা উদ্দেশ্যগত, আবেগগত এবং খ্রিস্টের প্রতি অনুগত হওয়ার ক্ষেত্রে একমন একপ্রাণ ছিলেন। তাঁরা হয়ে উঠেছেন মণ্ডলীর এক একটি সুদৃঢ় অটল ভিত্তি ও স্তম্ভ।

২. বারজন প্রেরিতশিষ্যের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পিতর, যিনি সেই পাথর যার উপর খ্রিস্ট তাঁর মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছেন। পলের জীবনাচরণ খ্রিস্টের অনুগ্রহে রূপান্তরিত হয়ে প্রেরিতশিষ্য হয়ে উঠেছেন, তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমী বাণীপ্রচারক যিনি সকলজাতির নিকট সুসমাচার প্রচার করেছেন। খ্রিস্টমণ্ডলী একই দিনে ২৯ জুন একই সাথে তাদের মহাপর্ব উদ্‌যাপন করে থাকে। ইতিহাস মতে সম্রাট নিরোর নির্দেশে একই দিনে পিতরকে মৃত্যুদন্ড (৬৪ খ্রিস্টবর্ষ) এবং পলকে শিরচ্ছেদ (৬৭ খ্রিস্টবর্ষ) ক'রে রোম শহরে সমাহিত ক'রে ফলে শহরটি পবিত্র হয়েছে। আমাদের সমসাময়িক সামাজিক নেতৃত্বের প্রেক্ষাপটের নিরিখে নিজেদের সত্তাকে নবায়িত হতে তাদের নেতৃত্বের কিছু দিক অনুধাবন ও অনুধ্যান করতে পারি। তারা শুধু ধর্মীয় নেতা ছিলেন না, বরং তারা সামাজিক দিকসমূহ নিয়ে তাদের নেতৃত্ব চর্চা করেছেন।

৩. পিতর ছিলেন একজন পেশাজীবী জেলে, সরল, কর্মঠ এবং উদ্যমী প্রেরিতশিষ্য। বিশ্বাসসহ তিনিই জলের উপর দিয়ে হেঁটেছেন আবার ভয়ে ডুবেও গিয়েছেন। যিনি যিশুকে 'আপনি স্বয়ং খ্রিষ্ট' *(মার্ক ৮:২৯)* হিসাবে ঘোষণা করেছেন আবার তাঁকে ক্রুশবহন থেকে বিরত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি যিশুকে তিনবার অস্বীকার করেছেন, তবুও যিশু তাকে তিনবার জিজ্ঞাসা করেছেন, "তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? *(যোহন ২১:১৫-২১)*" পিতরের যাত্রা নিখুঁত ছিল না, তবে তীর্থযাত্রায় তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। যিশু তাকে বলেছেন- "তুমি তো 'পিতর' অর্থাৎ পাথর আর এই পাথরের ওপর আমি আমার মণ্ডলী গড়ে তুলব *(মথি ১৬:১৮)*।" যিশু তাকে বেছে নেননি কারণ তিনি ত্রুটিহীন ছিলেন, বরং তিনি বিশ্বাস ও আশায় বেড়ে উঠতে, অনুতপ্ত হতে এবং নম্রতার সাথে নেতৃত্ব দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। পিতর আমাদের উজ্জীবিত করেন; মণ্ডলীতে নেতৃত্ব ক্ষমতার বিষয় নয়, বরং সেবা-যত্ন, মমতা ও খ্রিস্টানুসরণই অপরিহার্য।

৪. যিশু শিষ্যদের প্রশ্ন করেছেন, "আমি কে, এই বিষয়ে লোকেরা কী বলে? *(মার্ক ৮:২৭)*" এই প্রশ্নটি শুধু শিষ্যদের জন্য নয়; এটি প্রত্যেকটি খ্রিস্টীয় নেতার প্রতিও একটি মৌলিক জিজ্ঞাসা। নেতৃত্ব অনুশীলন শুরুটা যিশুকে জানার মাধ্যমে এবং তাঁর শিক্ষা অনুসরণে নেতার কাজের সুফল অবিরত দেখা দেয়। যিনি খ্রিস্টের শিক্ষার প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে পারেন না, তিনি পরিশেষে নিজের ইচ্ছা, জনপ্রিয়তা কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত থাকেন। আজ পরিবার, মণ্ডলী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কিংবা রাষ্ট্র যেখানেই নেতৃত্বের দায়িত্ব থাকুক না কেন, একজন খ্রিস্টীয় নেতার প্রথম প্রশ্ন হওয়া উচিৎ "ঈশ্বর কী চান?" তারপর "মানুষ কী চায়?" ঈশ্বরকেন্দ্রিক নেতৃত্বই প্রকৃত মানবকল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে।

৫. পিতর তিনবার যিশুকে অস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু যিশুর ক্ষণিক চাহনিতে পিতরের বিবেক জাগ্রত হলো, তখনই সে মনপরিবর্তন করে ফিরে এসেছে *(লুক ২২:৫৪-৬২)*। অন্যদিকে পল একসময় খ্রিস্টবিশ্বাসীদের নির্যাতন করতেন। কিন্তু দামাস্কের পথে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাথে তার স্বর্গীয় অনুগ্রহের সাক্ষাৎ *(শিষ্যচরিত ৯:১-১৯)* তার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে রূপান্তর করে দেয়। কিন্তু তাঁদের অতীত তাঁদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেনি। তাঁরা নিজেদের ভুল স্বীকার করেছেন, অনুতপ্ত হয়েছেন এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে নতুন জীবন শুরু করেছেন। তাঁরা মণ্ডলীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে প্রধান স্তম্ভরূপে পরিচিত হয়েছেন। বর্তমান সমাজে অনেক নেতা নিজের অহংকারের কারণে ভুল স্বীকার করতে চান না। অথচ প্রকৃত নেতৃত্ব নিখুঁত হওয়াতে নয়; বরং ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে সংশোধন করার মধ্যে নিহিত। যে নেতা বিনয়ের সঙ্গে বলতে পারেন 'আমি ভুল করেছি। আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আরও ভালো হতে চাই।' তিনি মানুষের গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করেন। বিনয় একজন নেতার দুর্বলতা নয়; বরং তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি। পিতর ও পল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে কেউই ঈশ্বরের অনুগ্রহের বাইরে নয়। খ্রিস্টের সাথে একটি সাক্ষাৎ, প্রকৃত মনপরিবর্তন; আমাদের হৃদয়, আমাদের প্রেরণকর্ম, আমাদের পরিচয় এমনকি গোটা জীবনকে নিরন্তর রূপান্তরিত ক'রে থাকে।

৬. পিতর এবং পল প্রায়শই কিছু কিছু বিষয়ে মতবিরোধ ছিল, এমনকি ন্যায়সঙ্গত দ্বন্দ্বও ছিল। যেমন গালাতীয়দের নিকট ধর্মপত্রে ২ অধ্যায় আন্তিয়োকে পরস্পর বিরোধী মতামত উত্থাপন। কিন্তু যা তাদের বিভক্তির চেয়ে বরং ঐক্যবদ্ধ করেছে: খ্রিস্টের প্রতি তাদের ভালবাসা এবং সুসমাচারের প্রতি তাদের অঙ্গীকার প্রকাশ পেয়েছে। তারা উভয়েই রোম শহরে শহীদ হয়েছিলেন, তারা যে সত্য প্রচার করেছিলেন তার সাক্ষী হিসেবে রয়ে গেলেন। বিভেদ-বিভাজনের যুগে, তাঁদের শিক্ষা আমাদের উদ্বুদ্ধ ক'রে সিনোডাল মণ্ডলী হলো ভিন্নতার সহাবস্থান যেখানে সমগ্র জগত অন্তর্ভুক্ত এবং আমরা সকলে সহযাত্রী। খ্রিস্টের ঐক্যে আমরা সকলেই একই দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ, এবং আমাদের একে অপরকে প্রয়োজন। ফলে খ্রিস্টমণ্ডলী বিনাশের অতীত এবং সামগ্রিকভাবে ধর্মচ্যুতিরও অতীত।

৭. পল জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দৃঢ় বিশ্বাসে ঘোষণা করেন- "শুভ সংগ্রামে সংগ্রামী হয়েছি আমি, শেষ করেছি নির্দিষ্ট দৌড়, অটুট রেখেছি আমার খ্রিষ্টবিশ্বাস *(২ তিমথি ৪:৭)*।" খ্রিস্টীয় নেতৃত্বের প্রকৃত মূল্যায়ন জনপ্রিয়তা বা ক্ষমতায় নয়; বরং বিশ্বস্ততায়। পিতর ও পল কেউই আরামদায়ক জীবন বেছে নেননি। তাঁরা খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন জীবনের শেষে ধর্মশহীদ হওয়া পর্যন্ত। তাঁদের জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাঁরা সত্য, ন্যায় এবং মঙ্গলসমাচারের সাক্ষ্য বহন করেছেন। আজকের নেতা যদি প্রতিকূলতার মধ্যেও সত্য, ন্যায় ও সততার পথে অবিচল থাকেন, তবেই তিনি প্রকৃত খ্রিস্টীয় নেতা। যিশু বলেছেন- তোমরা আমার অনুগামী যারা তারা প্রত্যেকেই শতগুণ পাবে, সাথে পাবে শাশ্বত জীবন *(মথি ১৯:২৭-২৯, মার্ক ১০:২৯-৩১)*।

৮. একবার ভাটিকানের রোম শহরে একজন

তীর্থযাত্রী একজন বয়োজ্যেষ্ঠ যাজককে জিজ্ঞাসা করেছে- 'সাধু পিতর ও পলের মহাপ্রাসাদ কোথায়?' যাজক হেসে বললেন- 'তাঁরা কোনো প্রাসাদ বা অট্টালিকা নির্মাণ করেননি।' তীর্থযাত্রী এবার জিজ্ঞাসা করে- 'তবে তাঁদের ধনসম্পদ কোথায়?' যাজক উত্তর দিলেন- 'তাঁদের পরিসম্পদ পাথর বা মার্বেলের ভবন নয়; তাঁদের পরিসম্পদ হলো সেই অগণিত বিশ্বাসী মানুষ, যাদেরকে তাঁরা খ্রিস্টের পথে নিয়ে এসেছেন। এখনো লাখ লাখ তীর্থযাত্রী আসছেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন এবং অন্তরে শান্তি নিয়ে ফিরছেন।' এই ক্ষুদ্র বাক্যালাপটি আমাদের একটি গভীর সত্য অনুধাবন করতে শেখায়- একজন নেতার প্রকৃত উত্তরাধিকার তাঁর পদ-পদবি, পরিসম্পদের সম্ভার বা নির্মিত অট্টালিকা, নামাঙ্কিত ভবন নয়; বরং তিনি কতজন মানুষের জীবন পরিবর্তন করেছেন, কতজনকে সেবা-যত্ন করেছেন, কতজনের জীবনে সুখ-শান্তি এনেছেন, কতজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করেছেন এবং কতজনকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে এসেছেন সেই উত্তরাধিকারই চিরস্থায়ী।

৯. পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলী বর্তমানে এমন নেতার অপেক্ষায় রয়েছে, যারা ঈশ্বরকে প্রথম স্থানে রাখবে, যারা তাঁর বাণীকে অন্তরে অনুধাবন ক'রে অবিরত জীবনপথে চলবে। যিনি সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে নির্ভীক থাকবেন। যিনি বিনয়ের সঙ্গে নিজের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করবেন। যিনি ক্ষমতাকে সেবার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করবেন। যিনি দুর্বল, দরিদ্র, ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক মানুষের পাশে থাকবেন। শেষ পর্যন্ত যিনি বিশ্বাস ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবেন। বিশপ, যাজক, ব্রতধারী, শিক্ষক, অভিভাবক, যুবনেতা, ক্রেডিট ইউনিয়নের নেতা, সামাজিক সংগঠনের নেতা কিংবা সরকারি কর্মকর্তা যে-ই নেতৃত্বের দায়িত্বে থাকুন না কেন, সাধু পিতর ও সাধু পলের জীবন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে প্রকৃত নেতৃত্ব ক্ষমতার নয়, বরং সেবার; অহংকারের নয়, বরং বিনয়ের; নিজের গৌরবের নয়, বরং ঈশ্বরের মহিমার। আজ প্রত্যেকজন নেতাকে পিতর এবং পলের মতো হতে আহ্বান করা হচ্ছে। পিতরের মতো যখন আমরা পড়ে যাই তখন অনুতপ্ত হই এবং আবার খ্রিস্টের প্রেম ও বিশ্বাসের পরিপুষ্ট হয়ে নেতৃত্ব দিই। পলের মতো যখন মনপরিবর্তন করি তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের রূপান্তরিত ক'রে এবং সাহসের সাথে সুসমাচার প্রচার করতে উজ্জীবিত করে। তারা আমাদের মনে করিয়ে দেন- পবিত্রতা পরিপূর্ণতা নয়, বরং বিশ্বস্ততা।

১০. আসুন, সাধু পিতর ও পলের মধ্যস্থতায় আমরা প্রার্থনা করি যেন আমাদের পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীতে এমনসব হাজারো নেতা এগিয়ে আসে, যারা ঈশ্বরকেন্দ্রিক, বিনয়ী, সত্যনিষ্ঠ, সাহসী এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বাসে অবিচল থাকবে। তখনই আমাদের নেতৃত্ব শুধু প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নয়, বরং মানুষের হৃদয়ে আশা, বিশ্বাস ও ভালোবাসার বীজ বপন করবে এবং ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠায় প্রত্যেকজন নেতা অনন্য ভূমিকা রাখবে। ৯

(১৩ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

মধ্যে এক ধরনের 'ভার্চুয়াল সান্নিধ্য' নিশ্চিত করেছে। অন্যদিকে, সামাজিক প্রেক্ষাপটে তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ প্রবাহ বৈষম্য দূরীকরণ ও জনমত গঠনে এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং আধ্যাত্মিক দর্শনের ক্ষেত্রে এটি প্রাচীন প্রজ্ঞাকে সাধারণ মানুষের আত্মিক তৃষ্ণা মেটানোর সহজলভ্য উপাদানে রূপান্তরিত করেছে। তবে এই অভাবনীয় অগ্রগতির সমান্তরালে প্রযুক্তির অপব্যবহার বা অতি-নির্ভরতা মানুষের অস্তিত্বের গভীরে কিছু মৌলিক সংকট তৈরি করেছে। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বা প্রাইভেসির সংকোচন, পারিবারিক জীবনে যান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতা, সামাজিক পর্যায়ে গুজব ও সাইবার অপরাধের বিস্তৃতি এবং আধ্যাত্মিক একাগ্রতা নষ্ট করে 'প্রদর্শনবাদে'র যে সংস্কৃতি আমরা লক্ষ্য করি, তা মূলত প্রযুক্তির অসংগত ব্যবহারেরই প্রতিফলন। এই সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, ডিজিটাল তথ্যের এই দ্রুতগতির প্রবাহে প্রিন্ট মিডিয়া বা মুদ্রিত মাধ্যমগুলো আজও তথ্যের ধ্রুপদী ও নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে কাজ করে। যেখানে ইন্টারনেট আমাদের তথ্য দেয়, সেখানে মুদ্রিত বই ও সংবাদপত্র আমাদের দেয় গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। একান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় বিচ্ছিন্ন কোনো সমাধান যথেষ্ট নয়; বরং এখানে প্রয়োজন একটি সমন্বিত ডিজিটাল শৃঙ্খলা। এখানে অনেকটা কনফুসিয়ান দর্শনের ভাবধারায় বলা যায়, ব্যক্তিগত সচেতনতা যখন পারিবারিক নৈতিক শিক্ষার সাথে যুক্ত হয় এবং সেই নৈতিকতা যখন সামাজিক দায়িত্বশীলতা ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, তখনই তথ্যপ্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাবগুলো প্রশমিত করা সম্ভব। প্রিন্ট মিডিয়ার গভীরতা এবং ডিজিটাল মিডিয়ার গতি-এই দুইয়ের ভারসাম্যই পারে আমাদের চিন্তা ও মননকে স্থিতিশীল করতে।

সুতরাং, তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রিন্ট মিডিয়া দুটি বিশেষ মাধ্যম মাত্র, যা মানব জীবনের পরম লক্ষ্য অর্জনের জন্য সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারে। প্রযুক্তির সফল সার্থকতা এর অভাবনীয় গতির মধ্যে নয়, বরং এর মানবিক ব্যবহারের মধ্যে নিহিত। যখন একজন ব্যক্তি প্রযুক্তিকে তার জ্ঞানার্জনের হাতিয়ার, পরিবারের সেতুবন্ধন, সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যম এবং আত্মিক শান্তির সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করবেন, তখনই জীবনের এই প্রধান ক্ষেত্রগুলোতে এক চমৎকার ভারসাম্য স্থাপিত হবে। সুতরাং, একটি কল্যাণময় ও প্রগতিশীল ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের জন্য প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের সাথে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সঠিক সমন্বয় ঘটানোই বর্তমান যুগের প্রধান দাবি। প্রযুক্তি হোক মানুষের সেবক, নিয়ন্ত্রক নয়- এই মূলমন্ত্রই ব্যক্তি থেকে সমাজ পর্যন্ত সর্বত্র শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে। প্রযুক্তির আলোকবর্তিকা যখন মুদ্রিত জ্ঞানের গভীরতায় সিক্ত হবে, তখনই আমরা এক প্রকৃত আলোকিত ও ভারসাম্যপূর্ণ পৃথিবীর বাসিন্দা হতে পারব। ৯

চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
গ্রাম: চড়াখোলা, পো:অ: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর-১৭২০
স্থাপিত: ৩১-১০-২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ, রেজিষ্ট্রেশন নং: ১৩
তারিখ: ২২-০৯-২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ, সংশোধিত রেজিষ্ট্রেশন. নং: ৩০, ০২-০৫-২০১২ খ্রীষ্টাব্দ

সূত্রঃ সিসিসিসিইউলি/২০২৬-২০২৭/০১ তারিখ: ০৮/০৭/২০২৬ খ্রি.

১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
(আর্থিক বছর ২০২৫-২০২৬ খ্রিস্টাব্দ)

এতদ্বারা চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী **২১** আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় ফাদার উইস্ স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে, অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (আর্থিক বছর: ২০২৫-২০২৬ খ্রিস্টাব্দ) আহ্বান করা হয়েছে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাবৃন্দকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

নিপু কর্ণেলিয়াস পেরেরা
সেক্রেটারী
চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/১৪০/২৬

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিশ্বকাপ আসর

১২ জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে শুরু হওয়া ফিফা বিশ্বকাপের এরই মধ্যে গ্রুপ পর্বের খেলা সমাপ্ত হয়ে এখন রাউন্ড ১৬'র খেলা এখনো জারি আছে। এরই মধ্যে বিশ্বকাপ জমে উঠেছে। রাউণ্ড অফ ১৬ থেকে উঠে আসা ৮ টি দলের মধ্যে ২০২৬ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করেছে ৬টি দেশ: ফ্রান্স, মরক্কো, নরওয়ে, ইংল্যান্ড, স্পেন, বেলজিয়াম, আর্জেন্টিনা ও সুইজারল্যান্ড। তবে এখনো অনেক চমক বাকি আছে। এখনই জমবে বিশ্বকাপের মূল আমেজ। তবে এর আগেই ইতি টেনেছে আমাদের প্রিয় অনেকগুলো দল: ব্রাজিল, জার্মানি, পর্তুগাল, ক্রোয়েশিয়া, ইউএসএ। তবে আসুন জেনে নেওয়া যাক এইবারের আসরের আলোচিত কিছু বিষয়সমূহ। তাই ২০২৬ বিশ্বকাপের খুঁটিনাটি নিয়েই থাকছে আমাদের এই প্রতিবেদন।

আয়োজক ও ভেন্যু: ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপে মোট ১৬টি আয়োজক শহরে খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যার মধ্যে ১১টি যুক্তরাষ্ট্রে, ৩টি মেক্সিকোতে এবং ২টি কানাডায়।

ম্যাচ বন্টন: মোট ১০৪টি ম্যাচ হবে। তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ৭৮টি এবং মেক্সিকো ও কানাডায় ১৩টি করে।

উদ্বোধনী ও ফাইনাল: ১১ জুন মেক্সিকোর ঐতিহাসিক এস্তাদিও আজতেকা (Estadio Azteca) স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯ জুলাই পূর্ব রাদারফোর্ড, নিউ জার্সির নিউইয়র্ক নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।

টুর্নামেন্ট ফরম্যাট: ৪৮টি দলকে ৪টি করে দলের ১২টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপ পর্ব শেষে এবারই প্রথম চালু হয়েছে 'রাউন্ড অব ৩২' (নকআউট পর্ব)। গ্রুপ পর্ব: ১২টি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুটি করে দল এবং সেরা ৮টি তৃতীয় স্থান অধিকারী দল নকআউট পর্বে উন্নীত হয়। **নকআউট ধাপ:** রাউন্ড অব ৩২, রাউন্ড অব ১৬, কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল।

বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোল ও গোল্ডেন বুটে এগিয়ে থাকা খেলোয়াড়: ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে ৮টি গোল করে এগিয়ে আছেন মেসি। ৭টি করে গোল নিয়ে যৌথভাবে গোল্ডেন বুট রেসের শীর্ষে অবস্থান করছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে (ফ্রান্স) এবং এরলিং হলান্ড (নরওয়ে)। লিওনেল মেসি, যিনি এখন ফিফা পুরুষ বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা, গ্রুপ পর্ব জুড়ে এই দৌড়ে এগিয়ে ছিলেন। কেপ ভার্দের বিপক্ষে গোল করে মেসি যখন কিলিয়ান এমবাপেকে ছাড়িয়ে যান, তখন প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ফ্রান্সের শেষ ষোলোর ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি থেকে গোল করে এমবাপেও তার সমকক্ষ হন। এরপর ব্রাজিলের বিপক্ষে জোড়া গোল করে আর্লিং হালান্ড পুনরায় আলোচনায় ফিরে আসেন। এছাড়া ৬টি গোল করে ২য় অবস্থানে আছেন হ্যারি কেইন (ইংল্যাণ্ড); যথাক্রমে ৪টি গোল করে জুড বেলিংহাম (ইংল্যান্ড), মিকেল ওয়ায়ারজাবাল (স্পেন), উসমান দেম্বেলে (ফ্রান্স) একই সমতায় আছেন। (৭, জুলাই,২০২৬ অনুযায়ী)

ফিফা বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দেশ ও উপমহাদেশসমূহ :

এএফসি (এশিয়া ও উপমহাদেশ): জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান, সৌদি আরব, জর্ডান, কাতার, উজবেকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়া।

উয়েফা (ইউরোপ): ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি, স্পেন, বেলজিয়াম, পর্তুগাল, ক্রোয়েশিয়া, নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, অস্ট্রিয়া, স্কটল্যান্ড, তুরস্ক, চেক প্রজাতন্ত্র ও বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনা।

কনমেবল (দক্ষিণ আমেরিকা): আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, উরুগুয়ে, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর ও প্যারাগুয়ে।

ক্যাফ (আফ্রিকা): মরক্কো, মিশর, সেনেগাল, আলজেরিয়া, ঘানা, আইভরি কোস্ট, তিউনিসিয়া, কাবু ভের্দে (কেপ ভার্দে), দক্ষিণ আফ্রিকা ও ডিআর কঙ্গো।

কনকাকাফ (উত্তর ও মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান): পানামা, হাইতি ও কুরাসাও।

ওএফসি (ওশেনিয়া): নিউজিল্যান্ড।

ইতিহাস গড়ে প্রথমবার বিশ্বকাপে খেলেছে যে ৪ দেশ:

উজবেকিস্তানের ঐতিহাসিক অর্জন: এশিয়া অঞ্চল থেকে প্রথমবারের মতো ফিফা বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে উজবেকিস্তান। এর আগে ২০০৬ জার্মানি ও ২০১৪ ব্রাজিল বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে খুব কাছাকাছি গিয়েও মূল আসরের টিকিট হাতছাড়া হয়েছিল উজবেকদের। তবে এবার আর হতাশ হতে হয়নি অবশেষে স্বপ্নের বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করেছে মধ্য এশিয়ার দেশটি।

জর্ডানের স্বপ্নপূরণ: দীর্ঘ অপেক্ষা আর বহু বছরের চেষ্টার পর অবশেষে ফিফা বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে জর্ডান। প্রায় চার দশক আগে প্রথমবার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে অংশ নেওয়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি এবারই প্রথমবারের মতো বিশ্বমঞ্চে খেলার সুযোগ পেল।

কুরাসাও-এর রূপকথা: জ্যামাইকার বিপক্ষে ড্র করে প্রথমবারের মতো ফিফা বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করেছে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ছোট্ট দ্বীপ রাষ্ট্র কুরাসাও। বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ইতিহাসের অন্যতম ক্ষুদ্র দেশ এই কুরাসাও। মাত্র প্রায় দেড় লাখ মানুষের বাস এই দ্বীপে। আয়তনও খুব ছোট– মাত্র ১৭১ বর্গমাইল। তবুও সীমিত সম্পদ আর ছোট পরিসরের দেশ হয়েও বিশ্বকাপের মঞ্চে ওঠার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করেছে তারা।

কেপ ভার্দে: আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের ছোট্ট দ্বীপ রাষ্ট্র কেপ ভার্দে এবার প্রথমবারের মতো জায়গা করে নিয়েছে ফিফা বিশ্বকাপের মূল আসরে। মাত্র প্রায় ছয় লাখ জনসংখ্যার দেশটি বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চে উঠে এসে তৈরি করেছে নতুন ইতিহাস।

১০ মহাতারকার শেষ বিশ্বকাপ!: চলতি ২০২৬ বিশ্বকাপের নকআউট পর্ব শুরু হতেই ফুটবল বিশ্বে এক নীরব বিষাদের সুর বাজতে শুরু করেছে। ফুটবলপ্রেমীরা হয়তো শেষবারের মতো বিশ্বমঞ্চে দেখছেন একঝাঁক মহানায়ক, কিংবদন্তিকে, যারা গত দুই দশক ধরে ফুটবল দুনিয়াকে শাসন করেছেন। বয়স এবং ফর্মের নিয়মে ২০৩০ খ্রিস্টাব্দে পরবর্তী বিশ্বকাপে এই মহাতারকাদের অনেককেই আর খেলোয়াড় হিসেবে দেখা যাবে না। এরই মধ্যে ১০ জন কিংবদন্তির শেষ বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে; লিওনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, ম্যানুয়েল ন্যুয়ের, নেইমার জুনিয়র, কেভিন ডি ব্রুইনে, ভার্জিল ভ্যান ডাইক, সন হিউং-মিন, মোহাম্মদ সালাহ ও সাদিও মানে।

চলুন জেনে নেই ২০২৬ বিশ্বকাপের কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত: ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে ফুটবল বিশ্বকাপ তার ৪৮ দলের নতুন ফরম্যাট এবং অনন্য

আয়োজনের জন্য ইতিহাসের পাতায় বেশ কিছু স্মরণীয় ঘটনার জন্ম দিয়েছে। নিচে আলোচিত কিছু স্মরণীয় ঘটনা তুলে ধরা হলো:

আর্জেন্টিনা বনাম কেপ ভার্দে রূপকথা: প্রথমবার বিশ্বকাপে অংশ নিয়েই চমক দেখায় ছোট দ্বীপরাষ্ট্র কেপ ভার্দে। গ্রুপ পর্বে স্পেন ও উরুগুয়ের মতো দলকে রুখে দিয়ে 'ব্লু শার্কস' খ্যাত দলটি প্রথম আলো নকআউট পর্বে জায়গা করে নেয়, যেখানে শেষ ষোলোতে তাদের দুর্দান্ত লড়াই থামে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার বিপক্ষে(৩-২) গোলে।

ব্রাজিলের অবিশ্বাস্য বিদায়: শেষ ষোলোর এক শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে নরওয়ের বিপক্ষে ১-২ গোলে হেরে ব্রাজিল টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয়। এমনকি ম্যাচের ১৩ মিনিটে একটি পেনাল্টি মিসও করে দলটি।

রেকর্ডের বরপুত্র মেসি: টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বে আলজেরিয়ার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করার পর, লিওনেল মেসি বিশ্বকাপের মঞ্চে সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার আসনে নিজের নাম পাকাপোক্ত করেন।

গিলবার্তো মোরার রেকর্ড: মাত্র ১৭ বছর ২৪০ দিন বয়সে মেক্সিকোর হয়ে মাঠে নেমে স্বাগতিক দেশের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপের ৯৬ বছরের ইতিহাসে এক নতুন নজির স্থাপন করেন গিলবার্তো মোরা।

মিরোস্লাভ কুবেকের অনন্য কীর্তি: চেক প্রজাতন্ত্রের কোচ মিরোস্লাভ কুবেক ৭৪ বছর ২৮৪ দিন বয়সে ডাগআউটে দাঁড়িয়ে বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্ববয়স্ক হেড কোচ হিসেবে রেকর্ড বইয়ে নাম লেখান।

বিশ্বকাপের ভিনদেশি 'আফ্রিকান'দের গল্প; শিকড় আফ্রিকায়, আলো বিশ্বমঞ্চে: কিলিয়ান এমবাপ্পে বর্তমান বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম উজ্জ্বল তারকা এবং ফ্রান্স জাতীয় দলের অধিনায়ক। ক্যামেরুনীয় বাবা ও আলজেরিয়ান মায়ের সন্তান এমবাপ্পে অসাধারণ গতি, ঠান্ডা মাথার ফিনিশিং এবং বড় ম্যাচের নেতৃত্ব ফুটবল বিশ্বকে মুগ্ধ করে চলেছে। কেবল এমবাপ্পে নন, আফ্রিকার রক্ত যাঁদের শিরায় বইছে, সেই আউরেলিয়েন চুয়ামেনি, ইব্রাহিমা কোনাতে, উসমান দেম্বেলে, দায়োত উপামেকানো ও উইলিয়াম সালিবা–এই পাঁচ তারকা রয়েছেন এবারের বিশ্বকাপের ফ্রান্স দলে।

জামাল মুসিয়ালা জার্মানির তারকা প্লেমেকার এবং বায়ার্ন মিউনিখের অন্যতম সেরা প্রতিভা, যাঁর শরীরে নাইজেরিয়ান রক্ত। এই তরুণ মিডফিল্ডার তাঁর অনবদ্য ড্রিবলিং, বল নিয়ন্ত্রণ এবং পুরো মাঠে খেলার সামর্থ্যের জন্য পরিচিত। আফ্রিকান শিকড়ের সঙ্গে জার্মান শৃঙ্খলা মিলিয়ে তিনি তৈরি করেছেন এক অনন্য ধরন। জার্মানির স্কোয়াডে আরও রয়েছেন সিয়েরা লিওনীয় শিকড়ের অ্যান্টোনিও রুডিগার, আইভরি কোস্টীয় ঐতিহ্যের জোনাথন তাহ, সেনেগালীয় শিকড়ের লেরয় সানে এবং সেনেগালীয়-ফিনিশ মিশ্র ঐতিহ্যের মালিক থিয়াও। এরা যেন জার্মানির দলে বৈচিত্র্য ও বৈশ্বিক সংযোগের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছেন।

লামিনে ইয়ামাল স্প্যানিশ ফুটবলের সাম্প্রতিক বিস্ময় এবং বার্সেলোনার উদীয়মান সুপারস্টার। নিরক্ষীয় গিনির মা ও মরক্কোর বাবার সন্তান এই তরুণ উইঙ্গার তাঁর অসাধারণ ড্রিবলিং, দুঃসাহসিকতা এবং পরিপক্কতায় অল্প বয়সেই ইউরোপের সেরা প্রতিভাদের একজন হয়ে উঠেছেন। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট তাঁর বিশ্বকাপ স্বপ্নকে হুমকিতে ফেলে দিয়েছিল।

২৬ সদস্যের বেলজিয়াম দলের ৮ জনই আফ্রিকার বংশোদ্ভূত। এর মধ্যে আমাদু ওনানা প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম শক্তিশালী মিডফিল্ডার। সেনেগাল ও ক্যামেরুনীয় বংশোদ্ভূত এই খেলোয়াড় তাঁর অসাধারণ শারীরিক শক্তি, বল কাড়ার দক্ষতা এবং মাঠে আধিপত্য বিস্তারের জন্য পরিচিত এই মিডফিল্ডার। আফ্রিকার রক্তের ধারা নিয়ে বেলজিয়াম দলে আরও আছেন রোমেলু লুকাকুসহ ৬ ফুটবলার।

ইংল্যান্ড দলে জুড বেলিংহাম, বুকায়ো সাকাসহ ১২ জনের শরীরে বইছে আফ্রিকার রক্ত। এই বিশ্বকাপে কানাডা দলে যে বড় তারকা আছেন, তাঁর জন্ম ঘানার শরণার্থীশিবিরে। সেই আলফন্সো ডেভিস এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম দ্রুততম লেফটব্যাক এবং বায়ার্ন মিউনিখের তারকা।

বিশ্বকাপ মাতাচ্ছেন যে ৭ জোড়া : ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের ফুটবল বিশ্বকাপে ইতিহাস গড়া ৭ জোড়া ভাই (সহোদর) অংশ নিয়েছেন, তবে এর মধ্যে যমজ ভাই হলেন একমাত্র কুইনটেন ও জুরিয়েন টিম্বার (যদিও জুরিয়েন চোটের কারণে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছেন)। বিশ্বকাপের এই আকর্ষণীয় ভাইদের তালিকায় রয়েছেন বিশ্বসেরা তারকা ও চমকজাগানো দলের খেলোয়াড়রা।

একই দেশের হয়ে খেলা ৩ জোড়া: ভাইলুকাস ও থিও হার্নান্দেজ (ফ্রান্স), লারোস ও ডেরয় দুয়ার্তে (কেপ ভার্দে), লিয়ান্দ্রো ও জুনিনহো বাকুনা (কুরাসাও)

ভিন্ন ভিন্ন দেশের হয়ে খেলা ৪ জোড়া: ভাইনিকো উইলিয়ামস (স্পেন) এবং ইনাকি উইলিয়ামস (ঘানা), দেসিরে দুয়ে (ফ্রান্স) এবং গুয়েলা দুয়ে (আইভরি কোস্ট), জন সুটার (স্কটল্যান্ড) এবং হ্যারি সুটার (অস্ট্রেলিয়া), ব্রায়ান ব্রোবি (নেদারল্যান্ডস) এবং ডেরিক লুকাসেন (ঘানা)

কোয়ার্টার ফাইনালে যেসব দেশ খেলবে: ইতিমধ্যে নির্ধারিত হয়েছে কোন কোন দেশ কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে। উদ্বোধনী কোয়ার্টার-ফাইনালে ফ্রান্স মুখোমুখি হবে মরক্কোর। এরপর স্পেন খেলবে বেলজিয়ামের বিপক্ষে এবং নরওয়ে খেলবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এবং সবশেষে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা সুইজারল্যান্ডের মুখোমুখি হবে। (৮ জুলাই অনুযায়ী)

ফিফা বিশ্বকাপ ২৬ এরই মধ্যে অর্ধেকের বেশি সময় পার হয়ে গেছে। অনেক দলের আশা, স্বপ্ন ভেঙে গেছে আবার অনেক দল এখনো শেষ শিরোপা জয়ের স্বপ্ন দেখছে। তবে জয় যে দেশেই হোক না কেন, জয় সবসময় ফুটবলেরই হবে। জয় হবে আমার আপনার দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশার বিশ্বকাপের চার বছর পরপর বিশ্বকাপ নামক এক বড় বিনোদন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তি অবসান ঘটায়, নতুন কিছু শিখতে আগ্রহী করে, পরিবার, সমাজের সাম্প্রদায়িকতার এক বড় উদাহরণ তখন বিরাজ করে। তাই, ফিফা বিশ্বকাপ পরিবার, পরিজন নিয়ে অসাধারণ এক সময় কাটানোর সুযোগ তৈরি করে দেয়।

তথ্যসূত্র:

গুগল, প্রথম আলো,

https://www.foxsports.com/stories/soccer/2026-fifa-world-cup-golden-boot-tracker

https://www.fifa.com/en/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/teams

https://www.somoynews.tv/news/2026-07-07/uHt9OSxv

https://www.news24bd.tv/details/288621

https://www.prothomalo.com/sports/football/w2zqnlr50y

https://dbcnews.tv/articles/

আলোচিত সংবাদ

অধিভুক্ত কলেজগুলোর জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি নির্দেশনা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সব কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জরুরি নির্দেশনা দিয়ে প্রজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। এতে প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ই-মেইল যোগাযোগের ক্ষেত্রে শুধু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রদান করা অফিসিয়াল ই-মেইল আইডি (কলেজ কোড@nu.ac.bd) ব্যবহার করার নির্দেশনা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ব্যক্তিগত বা অন্য কোনো ই-মেইল আইডি থেকে পাঠানো আবেদন, তথ্য বা বার্তা কোনোভাবেই গ্রহণ করা হবে না বলে জানানো হয়েছে। সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শন দপ্তর থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।

তাই এ অবস্থায় কলেজ পরিদর্শন দপ্তরের ই-মেইল(college.inspection@nu.ac.bd)-এ কোনো আবেদন বা তথ্য পাঠানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রদান করা অফিসিয়াল ই-মেইল আইডি (কলেজ কোড@হঁ.ধপ.নফ) ব্যবহার করতে হবে।

https://www.kalerkantho.com/online/campus-online/2026/07/07/1708025

বিশ্বে তৃতীয় বসবাস অনুপযোগী শহর ঢাকা

বিশ্বে বসবাসের অনুপযোগী শহরের তালিকায় ঢাকার অবস্থান তৃতীয়। যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইকোনমিস্ট গ্রুপের গবেষণা বিভাগ ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের তৈরি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের বৈশ্বিক বাসযোগ্যতা সূচকে এ চিত্র উঠে এসেছে। সূচকে বিশ্বের ১৭৩ শহরের মধ্যে বাসযোগ্যতার দিক দিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত দামেস্ক ও ত্রিপোলি শহর। সোমবার রাতে স্থিতিশীলতা, স্বাস্থ্যসেবা, সংস্কৃতি ও পরিবেশ, শিক্ষা ও অবকাঠামো বিবেচনা করে এ সূচক প্রকাশ করা হয়। সূচকে ঢাকা ১০০-এর মধ্যে ৪২ স্কোর নিয়ে ১৭১তম অবস্থানে রয়েছে। স্কোর ৮০-এর ওপরে হলে গ্রহণযোগ্য আর ৪০-এর নিচে হলে সেই শহরকে অসহনীয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ৪২ স্কোর নিয়ে ঢাকা অসহনীয় শহরের চেয়ে সামান্য ভালো আছে। গত বছরের একই অবস্থান ছিল বাংলাদেশের। স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে স্কোর ১০০-এর মধ্যে ঢাকার স্কোর ৪৫। স্বাস্থ্যসেবায় ৪২। সাংস্কৃতি ও পরিবেশের ক্ষেত্রে ৪১। শিক্ষার ক্ষেত্রে স্কোর ৬৭, যা সর্বোচ্চ। অবকাঠামোর ক্ষেত্রে ঢাকার স্কোর মাত্র ২৭, যা সর্বনিম্ন।

সূচকে বাসযোগ্যতার সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় থাকা অন্য সাতটি শহর হলো করাচি, আলজিয়ার্স, লাগোস, পোর্ট মোর্সবি, কিয়েভ, হারারে ও তেহরান।

https://www.bd-pratidin.com/last-page/2026/07/08/1272106

বৃহস্পতিবার মাশহাদে দাফন আয়াতুল্লাহ খামেনির

ইরানের নিহত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির মরদেহ পবিত্র শহর কোমে নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার(৭/৭) সেখানে মরদেহ পৌঁছানোর পর শোকযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে রাজধানী তেহরানে টানা তৃতীয় দিনের মতো শেষ শ্রদ্ধা জানাতে রাস্তায় নেমে আসে লাখো মানুষ। আগামী বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) তার নিজ শহর মাশহাদে দাফন করা হবে। আল-জাজিরা ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের বরাতে জানায়, মঙ্গলবার (৭ জুলাই) হেলিকপ্টারে করে রাজধানী তেহরানের দক্ষিণে অবস্থিত পবিত্র শহর কোমে খামেনির মরদেহ আনা হয়। সেখানে শোকযাত্রা শেষে বৃহস্পতিবার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শহর মাশহাদে তাকে দাফন করার কথা রয়েছে।

https://www.bd-pratidin.com/international-news/2026/07/07/1271746

তুরস্কে এরদোয়ান, শারা ও জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন ট্রাম্প

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে নতুন করে উদ্যোগ নিতে চলতি সপ্তাহে তুরস্কে অনুষ্ঠেয় ন্যাটো সম্মেলনের ফাঁকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা গত রোববার(৫/৭) এ তথ্য জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার(৭/৭) ট্রাম্পের এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। তাঁর প্রথম বৈঠকটি হবে সম্মেলনের আয়োজক দেশ তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের সঙ্গে। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, ট্রাম্প সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারার সঙ্গেও বৈঠক করবেন এবং একটি সংবাদ সম্মেলন করবেন। ট্রাম্পের এই সফর সম্পর্কে নাম প্রকাশ না করার শর্তে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে ওই মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, যুদ্ধ কীভাবে শেষ করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করতে আগামী বুধবার জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন ট্রাম্প।

https://www.prothomalo.com/world/europe/j8vxiunu4a

বিশ্ববাজারে কমেছে তেলের দাম, ওপেকের উৎপাদন বৃদ্ধির ফল

বিশ্ববাজারে সপ্তাহের প্রথম দিন সোমবার(৬/৭) অপরিশোধিত তেলের দাম কিছুটা কমেছে। মূলত দুটি কারণে দাম কমেছে। বিষয়টি হলো, ওপেক ও সহযোগী দেশগুলো আগস্ট থেকে তেল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই সঙ্গে হরমুজ প্রণালি দিয়ে প্রধান উৎপাদক দেশগুলোর রপ্তানি স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করায় বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহ আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফলে তেলের দাম কমেছে। সোমবার(৬/৭) সকালে ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ৪২ সেন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৮ শতাংশ কমে ৭১ দশমিক ৭০ ডলারে নেমে আসে। আগের কার্যদিবসে ব্রেন্টের দাম শূন্য দশমিক ৪৫ শতাংশ বেড়েছিল।

একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডের দাম ২৭ সেন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৯ শতাংশ কমে ব্যারেলপ্রতি ৬৮ দশমিক ৪২ ডলারে নেমে আসে।

https://www.prothomalo.com/business/world-business/fklp5m0gmn

ফিফার কাছে মিসরের অভিযোগ

বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর নাটকীয় ম্যাচে আর্জেন্টিনার কাছে হারার পর রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে মিসর। শুধু মৌখিক প্রতিবাদেই থেমে থাকেনি দলটি, এবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে অভিযোগও করেছে মিসর ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।

ম্যাচে ৭৮ মিনিট পর্যন্ত ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল মিসর। তবে শেষ মুহূর্তে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করে ৩-২ ব্যবধানে জয় তুলে নেয় আর্জেন্টিনা। এই হারের পর থেকেই রেফারির একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলে মিসর শিবির।

ম্যাচ শেষে মিসরের প্রধান কোচ হোসেম হাসান অভিযোগ করেন, আর্জেন্টিনা এবং লিওনেল মেসিকে টুর্নামেন্টে এগিয়ে রাখতেই তাদের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে। একইসঙ্গে দলের ফরোয়ার্ড মোস্তাফা জিকো ম্যাচ পরিচালনাকারী রেফারিকে 'জালিম' বলেও মন্তব্য করেন।

মিসর ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হানি আবু রিদা ফিফার কাছে রেফারি ফ্রাঁসোয়া লেতেক্সিয়ে এবং তার সহকারীদের ভূমিকা তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি চলমান টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচগুলোতে তাদের দায়িত্ব না দেওয়ারও অনুরোধ করেছেন তিনি। এখন ফিফা এ অভিযোগের বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেটিই দেখার অপেক্ষা।

https://www.bd-pratidin.com/sports/2026/07/08/1272186

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

কাস্তেল গানদোলফোতে পোপ চতুর্দশ লিও জুলাই মাসের গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটাবেন

পোপের গৃহপরিচালনা দপ্তর (Prefecture of the Papal Household) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, রবিবার ৫ জুলাই বিকেল থেকে ২৭ জুলাই পর্যন্ত পোপ চতুর্দশ লিও কাস্তেল গানদোলফো শহরে অবস্থান করবেন করে গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে থাকবেন। এ সময়ে পোপ মহোদয়ের সকল সাধারণ ও বিশেষ সাক্ষাৎ (Audience) স্থগিত থাকবে।

বিবৃতিতে আরও জানানো হয়, এই সময়ে পোপ মহোদয়ের সাপ্তাহিক সাধারণ সাক্ষাৎ (General Audience) অনুষ্ঠিত হবে না। তা পুনরায় শুরু হবে বুধবার, ৫ আগস্ট থেকে। ব্যক্তিগত ও বিশেষ সাক্ষাৎও স্থগিত থাকবে। জুলাই মাসের প্রতিটি রবিবারের দূত সংবাদ প্রার্থনা সেন্ট পিটার্স স্কয়ারের পরিবর্তে কাস্তেল গানদোলফো থেকেই পরিচালিত হবে।

২০২৫ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মেও পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও ৬ জুলাই থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত কাস্তেল গানদোলফোর ভিল্লা বারবেরিনিতে অবস্থান করেছিলেন। বিশ্রামে থাকলেও তিনি কয়েকটি জনগুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছিলেন। এর মধ্যে ছিল পরিবেশ সংরক্ষণে নিবেদিত "বোরগো লাউদাতো সি" (Borgo Laudato Si')-এ পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা। সেই সময়ে তিনি পোপীয় ধর্মপল্লী সেন্ট টমাস অব ভিল্লানোভা এবং আলবানো ক্যাথিড্রালও পরিদর্শন করেন।

কাস্তেল গানদোলফোর পোপীয় ধর্মপল্লী সেন্ট টমাস অফ ভিল্লানোভার ফাদার তাদেউস রোজমুস এসডিবি ভাটিকান নিউজকে এক সাক্ষাৎকারে জানান, আশা করি পুণ্যপিতা চতুর্দশ লিও কাস্তেল গানদোলফোর হ্রদতীরবর্তী মনোরম পরিবেশে প্রকৃত অর্থেই একটি শান্তিপূর্ণ গ্রীষ্মকালীন বিশ্রাম উপভোগ করতে পারবেন।

তিনি আরো জানান, প্রৈরিতিক প্রাসাদের বারান্দা থেকে প্রথম শুভেচ্ছা জানানোর সময় পোপ চতুর্দশ লিও ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে এবং তাঁর ধর্মপল্লীর ভক্তজনগণকে শুভেচ্ছা জানান। এটি তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল।

আফ্রিকা মহাদেশের রুয়ান্ডার কিগালিতে সিগনিস বিশ্ব কংগ্রেসের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন

আগামী ৩ থেকে ৮ আগস্ট রুয়ান্ডার রাজধানী কিগালিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সিগনিস (SIGNIS) বিশ্ব কংগ্রেস ২০২৬। কংগ্রেসকে সামনে রেখে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন সিগনিস আফ্রিকার সভাপতি এবং কংগ্রেসের আফ্রিকা আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান ফাদার অধ্যাপক ওয়াল্টার চিকওয়েনদু ইহেজিরিকা।

ভাটিকান নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "কংগ্রেস শুরু হতে এখন আর এক মাসেরও কম সময় বাকি। আমরা দিন-রাত পরিশ্রম করে সব বিষয়ের প্রস্তুতি সম্পন্ন করছি। মহাদেশীয় ও স্থানীয় আয়োজক কমিটি সমন্বিতভাবে কাজ করছে, যাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিরা একটি সফল ও সুশৃঙ্খল কংগ্রেসে অংশ নিতে পারেন।"

তিনি জানান, কংগ্রেসটি কিগালি শহরের সাঁত ফামিল (Sainte Famille) হোটেল-এ অনুষ্ঠিত হবে। অংশগ্রহণকারীদের অভ্যর্থনা, আবাসন, পরিবহন, নিবন্ধন এবং বিমানবন্দরে সহায়তাসহ প্রতিটি বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক টিম দায়িত্ব পালন করছে। ইতোমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সিগনিস সদস্য, কাথলিক যোগাযোগকর্মী এবং অতিথিদের কাছে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিবেশী দেশ কঙ্গোতে ইবোলা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলেও কংগ্রেস আয়োজনে এর কোনো প্রভাব পড়বে না বলে আশ্বস্ত করেছেন ফাদার ওয়াল্টার। তিনি বলেন, আয়োজক কমিটি রুয়ান্ডার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে। বর্তমানে রুয়ান্ডায় ইবোলার কোনো সংক্রমণ নেই এবং World Health Organization-ও দেশটির জন্য কোনো ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেনি। ফলে কংগ্রেসে অংশগ্রহণকারীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই।

যদিও আনুষ্ঠানিক নিবন্ধনের সময়সীমা শেষ হয়েছে, তবুও বিশেষ পরিস্থিতিতে আগ্রহীদের জন্য শেষ মুহূর্তে নিবন্ধনের সুযোগ রাখা হয়েছে। চাকরির অনুমতি, ভিসা বা ভ্রমণসংক্রান্ত জটিলতার কারণে যারা সময়মতো নিবন্ধন করতে পারেননি, তারা আয়োজকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাদের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

ফাদার ওয়াল্টার বলেন, "সিগনিস বিশ্ব কংগ্রেস বিশ্বের সব কাথলিক যোগাযোগকর্মীর জন্য উন্মুক্ত। সিগনিসের সদস্য না হলেও যে কোনো ক্যাথলিক যোগাযোগ পেশাজীবী এতে অংশ নিতে পারবেন।"

কংগ্রেসে অংশগ্রহণকারীদের সুবিধার্থে RwandAir, Ethiopian Airlines এবং Kenya Airways বিশেষ প্রোমো কোডের মাধ্যমে বিমান ভাড়ায় ১৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দিচ্ছে।

কংগ্রেসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাথলিক যোগাযোগকর্মীদের পাশাপাশি আফ্রিকার কার্ডিনাল ও আর্চবিশপ, ভাটিকানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, পুণ্যপিতার প্রতিনিধিরা, EWTN, Conrad N. Hilton Foundation, Catholic Relief Services, American Bible Society এবং আরও বহু আন্তর্জাতিক কাথলিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন।

ফাদার ওয়াল্টার বলেন, "এই কংগ্রেস শুধু আলোচনা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র নয়; এটি হবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাথলিক যোগাযোগকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয়, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সহযোগিতার এক অনন্য সুযোগ। একই সঙ্গে অংশগ্রহণকারীরা আফ্রিকার মানুষের আতিথেয়তা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্যকে কাছ থেকে জানার সুযোগ পাবেন।"

সিগনিস (SIGNIS) হলো বিশ্ব ক্যাথলিক যোগাযোগ সংস্থা। এটি বিশ্বের ১০০টিরও বেশি দেশের বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, সাংবাদিকতা এবং ডিজিটাল যোগাযোগের সঙ্গে যুক্ত কাথলিক পেশাজীবীদের আন্তর্জাতিক সংগঠন।

- তথ্যসূত্র : news.va

ছোটদের আসর

লোভী সিংহ

একদা এক ঘন জঙ্গলে অনেক বন্যপ্রাণী বাস করত। সেই বনটি ছিল হাতি, গরিলা, বানর, শিম্পাঞ্জি, হরিণ ও অন্যান্য বহু প্রাণীর আবাস। বনটিতে এক তীক্ষ্ণ, চতুর ও ধূর্ত সিংহের রাজত্ব ছিল। সে বনের সমস্ত পশুর উপর প্রভুত্ব করত। সবাই তাকে ভীষণ ভয় পেত।

একদিন সিংহ বনের সমস্ত পশুকে একটি সভার জন্য ডাকল। পশুরা খুব ভয় পেয়েছিল এবং সিংহ সভায় কী বলবে তা জানতে উদ্বিগ্ন ছিল। সব পশুরা একত্রিত হলো। শীঘ্রই সিংহটি এসে সভায় পৌঁছালো। সে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আগামীকাল থেকে আমি তোমাদের যে নিয়মটা দেব, তোমরা সবাই তা মেনে চলবে।"

দীর্ঘক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল। তবে নিজের কৌতূহল দমন করতে না পেরে গরিলাটি ইতস্তত করে সিংহকে জিজ্ঞেস করল, "মহাশয়, আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি, অনুগ্রহ করে আমাদের সেই নিয়মটি বলবেন কি যা আমাদের সকলকে মেনে চলতে হবে?"

সিংহটি উত্তর দিল, "দাঁড়াও, বোকা প্রাণী! আমি তোমাকে বলব। আমি বিষয়টি নিয়ে ভাবছি।"

এখন সব পশুরা আরও বেশি ভয় পেয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল।

অবশেষে সিংহটি বলল, "এখন থেকে প্রতিদিন তোমাদের সবাইকে আমার রাতের খাবারের জন্য একটি করে পশু পাঠাতে হবে। যদি তোমরা এই নিয়ম না মানো, তবে তোমাদের সবার উপর অনেক বড় বিপদ আসবে।"

নিয়মটা শুনে সব পশুরা হতবাক হয়ে গেল! কিন্তু তাদের কোনো উপায় ছিল না। সিংহের নিয়ম তাদের মেনে নিতেই হবে।

সিংহটি বলতে লাগল, "আমি এখন একজন সহকারী নিযুক্ত করছি, যে প্রতিদিন পশুগুলোকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসবে। আমার সহকারী হবে হরিণ।"

হরিণটা অবাক ও হতবাক হয়ে গেল। এই সিদ্ধান্তে তার কী প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত ছিল? কিন্তু সে এতটাই ভয় পেয়েছিল যে নিজের ভাবনাগুলো মুখে বলতে পারল না। তাই সে বলল, "ঠিক আছে, মহাশয়। আপনি যেমন বলবেন আমি তেমনই করব। আমি প্রতিদিন সকালে একটি পশু নিয়ে আপনার সেবায় হাজির হব।"

সিংহটি সভা ছেড়ে তার গুহায় ফিরে গেল।

সেই দিন থেকে, প্রতিদিন সকালে হরিণটি একটি করে প্রাণীকে সঙ্গে নিয়ে সিংহের গুহায় যেত। এই নিয়মের কারণে সব প্রাণীরা খুব বিচলিত ছিল। তারা জানত যে শীঘ্রই একদিন সিংহের ভোজ্য হওয়ার পালা তাদেরও আসবে।

এক রাতে হঠাৎ বিকট বজ্রপাত হলো। শীঘ্রই মুষলধারে বৃষ্টি নামতে লাগল। সব পশুরা দৌড়ে নিজেদের ঘরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু সিংহটা বৃষ্টিতে আনন্দ করতে চাইল।

সে বনের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল। বৃষ্টিতে তার খুব ভালো লাগল এবং সে অনেক মজা পেল। বৃষ্টি থামলে সে খুব ক্লান্ত থাকায় নিজের বাড়িতে ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে সিংহ যখন ঘুম থেকে উঠল, হরিণটি তার সেবায় হাজির ছিল। হরিণটি সিংহকে জিজ্ঞাসা করল, "মহাশয়, আজ আপনার ভোজের জন্য আমি কাকে আনব?"

সিংহটা কথা বলার জন্য মুখ খুলতেই একটা বিকট হাঁচি বেরিয়ে এল- "আআআচ্চুউউ!"

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সিংহটার ঠান্ডা লেগেছিল। সে আরেকবার কথা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু মুখ খোলার সাথে সাথেই- "আআআআচ্চুউউ!"

সে কথা বলতে পারল না এবং হাত নেড়ে হরিণটিকে তাড়িয়ে দিল।

এই ঘটনা অনেক দিন ধরে চলল। হরিণটা প্রতিদিন সকালে তার কাছে যেত, কিন্তু সিংহটা যেই কিছু বলার চেষ্টা করত- "আআআচ্চু!"

এইভাবে সে পশুদের কিছু বলতে পারত না এবং তাই তার ভোজের জন্য কোনো পশুও পেত না। সে সারাক্ষণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় তার গুহায় থাকত। শীঘ্রই সে দুর্বল হতে শুরু করল।

সিংহটিকে এই অবস্থায় দেখে সব পশুরা তাকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা সারা বন খুঁজে কিছু ঔষধি লতা সংগ্রহ করল। সেগুলো একসাথে পিষে তারা একটি ঔষধ তৈরি করল।

এখন সমস্যাটা ছিল, কে গিয়ে এই ঔষধটা ক্ষুধার্ত সিংহটাকে দেবে!

হরিণটি বলল, "আমি যাব না। আমি প্রতিদিন তার কাছে যাই এবং সে আমার মুখ দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে গেছে।"

বানরটি বলল, "আমিও তার কাছে যাব না, সে খুব ভয়ংকর, আর অনেক দিন ধরে ক্ষুধার্ত।"

অবশেষে গরিলাটি বলল, "ঠিক আছে, আমি তার কাছে গিয়ে তাকে এই ঔষধটা দেব।"

গরিলাটি সিংহের গুহায় গিয়ে সিংহকে বলল, "মহাশয়, আমরা সবাই জানি আপনি প্রচণ্ড কষ্টে আছেন। আমরা আপনার জন্য একটি ওষুধ বানিয়েছি। দয়া করে এটি খান, এতে আপনার উপকার হবে।"

সিংহটা বলল, "আআআচ্‌হুউউ ... আচ্ছা... আআআচ্‌হুউউ.. ওখানেই থাকো... আআআচ্‌হুউউ... ভাবব... আআআচ্‌হুউউ... এটা নিয়ে... আআআচ্‌হুউউ।"

গরিলাটি ঔষধটা প্রবেশপথে রেখে সিংহের গুহা থেকে বেরিয়ে গেল।

দিন দিন সিংহটির যন্ত্রণা বাড়তেই থাকল। অবশেষে সে ওষুধটা খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল এবং ঔষধটা খেল। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সে দেখল, তার সর্দি সেরে গেছে। তার যন্ত্রণাও চলে গেছে!

সে খুব খুশি হলো। সে বনের পশুদের প্রতি তার আচরণের কথা ভাবল। শিকার করতে খুব অলসতা করার কারণে সে তাদের বিপদে ফেলেছিল। তবুও বিপদের সময় তারা সবাই তাকে সাহায্য করেছিল।

তাই সে স্থির করল যে, সে বনের কোনো পশুকে আর বিরক্ত করবে না এবং তাদের প্রতি সদয় থাকবে।

এই দিনের পর থেকে বনের সমস্ত প্রাণী সুখে ও নির্ভয়ে বাস করতে লাগল।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

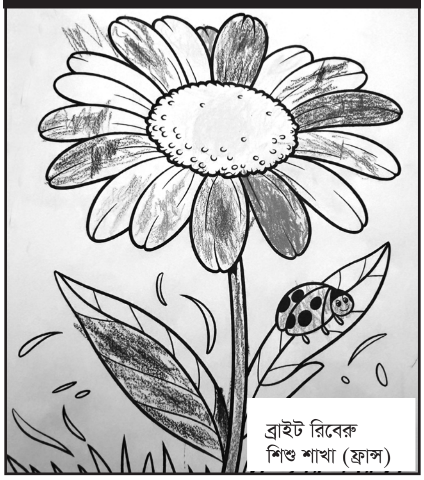

ব্রাইট রিবেরু
শিশু শাখা (ফ্রান্স)

এসএসসি পরীক্ষাত্তোর খ্রিস্টীয় ও মানবিক গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স

সিস্টার মেরী অন্তরা এসএমআরএ: বিগত ২২ মে - ৩০ জুন, ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে, "দোম আন্তনীয় পালকীয় সেবাকেন্দ্র" নাগরীতে এসএসসি পরীক্ষাত্তোর "খ্রিস্টীয় ও মানবিক গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স" অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সটিতে ২টি দল মেয়ে ও ২টি দল ছেলে মিলে মোট ৪টি দলে ভাগ করে সম্পন্ন করা হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ৪টি অঞ্চল (ভাওয়াল, আঠারোগ্রাম, ঢাকা, গামাসা) এর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মোট ২৫৭ জন শিক্ষার্থী এই কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি' ক্রুজ ওএমআই গঠন প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। শুরুতেই পঞ্চপ্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন বিশপ, ফাদার, সিস্টার, এনিমেটর ও অংশগ্রহণকারীগণ। এই প্রশিক্ষণ কোর্সের সহায়কগণ বর্তমান বাস্তবতার আলোকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সৃজনশীল, অর্থপূর্ণ ও আধ্যাত্মিকতাময় সহভাগিতা রেখে ভবিষ্যতে পবিত্র ও সুখী মানুষ হয়ে বেড়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করেন। এছাড়াও বাইবেল কুইজ, দেয়ালিকা, দলীয় অভিনয়, খেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আধ্যাত্মিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের জন্য কাউন্সেলিং, পাপস্বীকার সংস্কার, মা মারীয়ার মূর্তি নিয়ে জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে শোভাযাত্রা করে নাগরী থেকে পানজোরা সাধু আন্তনীর গ্রটোতে রোজারি মালা প্রার্থনা, পবিত্র ক্রুশের আরাধনা করা হয়। এই কোর্সকে সার্থক, সুন্দর ও প্রাণবন্ত করার জন্য সার্বিকভাবে পরিচালনা দান করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের যুব সমন্বয়কারী ফাদার প্রলয় আগস্টিন ডি' ক্রুশ, সেক্রেটারী সিস্টার মেরী অন্তরা এসএমআরএ এবং যুব এনিমেটরগণ। দলীয় কাজের পুরস্কার এবং সার্টিফিকেটসহ প্রত্যেকজন অংশগ্রহণকারী ভাইবোনকে রোজারি মালা প্রদানের মধ্য দিয়ে ৩০ জুন পোষ্ট এসএসসি প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত হয়।

ডিজিটাল যুগে শুধু 'ইনফ্লুয়েন্সার' নয়, খ্রিস্টের সাক্ষী হওয়ার আহ্বান

নিউটন মণ্ডল: ৩ জুলাই ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, বিকাল ৪:৩০ মিনিটে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের উদ্যোগে কাকরাইলস্থ আর্চবিশপ হাউজের হলরুমে খ্রিস্টান মিডিয়াব্যক্তিদের নিয়ে এক ব্যতিক্রমধর্মী সমাবেশ ও মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "Networking & Call to be Witnesses rather than only Influencers", আমরা কেবল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জনপ্রিয় মুখ বা "ইনফ্লুয়েন্সার" হওয়ার জন্য নয়; বরং যিশু খ্রিস্টের সাক্ষী হতে আহ্বানপ্রাপ্ত। যার মাধ্যমে ডিজিটাল যুগে খ্রিস্টান মিডিয়াকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং সুসমাচারের বিশ্বস্ত সাক্ষী হিসেবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়। এতে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু, কমিশনের অন্যান্য সদস্য-সদস্যাবৃন্দ, ঢাকা বার্তা-এর সম্পাদক ফাদার আলবার্ট টমাস রোজারিও, নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর প্রক্টর ফাদার প্ল্যাসিড প্রশান্ত রোজারিও সিএসসি, বাণীদীপ্তি-এর কো-অর্ডিনেটর সিস্টার লাইলী রোজারিও আরএনডিএম এবং দেশের মূলধারার গণমাধ্যম ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত এডমিন, মডারেটর, সাংবাদিক, কনটেন্ট নির্মাতা, ভিডিওগ্রাফার, ফটোগ্রাফার ও যোগাযোগ কর্মীবৃন্দ'সহ প্রায় ৬৫জন উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সদস্য ফাদার শিশির কোড়াইয়া উদ্বোধনী প্রার্থনা পরিচালনা করেন। এরপর স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কমিশনের সেক্রেটারি ফাদার বিশ্বজিৎ বর্মন। পরে অনুষ্ঠিত হয় নেটওয়ার্কিং পর্ব, যেখানে বিভিন্ন খ্রিস্টানদের বিভিন্ন ফেইসবুক পেইজ, গ্রুপ, ইউটিউব চ্যানেল, ওয়েবসাইট, অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের পরিচয়, কর্মপরিধি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। এইপর্বে অংশগ্রহণকারীরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে সমন্বিতভাবে কাজ করার বিষয়ে মত বিনিময় করেন।

"বর্তমান সময়ে মিডিয়া নিয়ে মণ্ডলীর চিন্তা-ভাবনা" শীর্ষক মূল সহভাগিতা পরিচালনা করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সমন্বয়কারী ও খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু। তিনি বলেন, "আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কেবল জনপ্রিয় মুখ বা 'ইনফ্লুয়েন্সার' হওয়ার জন্য নয়; বরং যিশু খ্রিস্টের সুসমাচারের সত্যিকার সাক্ষী হওয়ার জন্য আহ্বানপ্রাপ্ত। ডিজিটাল যুগে সত্য, ন্যায়, ভালোবাসা ও আশার বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব।"

এরপর "আমাদের কথা" শীর্ষক মুক্ত আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণকারীরা ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের কার্যক্রম আরও গতিশীল ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গঠনমূলক মতামত ও পরামর্শ তুলে ধরেন। তারা তথ্য আদান-প্রদানের জন্য একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ডিজিটাল মিডিয়ার মধ্যে সমন্বয় জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও যে সমস্ত মিডিয়াতে বিভিন্ন ধর্মপল্লীর পর্বদিনে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে নষ্টকর কনটেন্ট ফেইসবুকে প্রচার করে তাদের সাথে যোগাযোগ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়াও খ্রিস্টানদের জন্য মিডিয়া নীতিমালা প্রণয়ন করা যায় কি-না তা ভেবে দেখার জন্য কমিশনের প্রতি অংশগ্রহণকারীবৃন্দ আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু সকল অতিথি, অংশগ্রহণকারী, ও সহযোগীদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সমাপনী প্রার্থনা পরিচালনা করেন সিস্টার লাইলী রোজারিও আরএনডিএম।

কুমিল্লায় আওয়ার লেডী অব ফাতিমা ধর্মপল্লীর পর্ব উদ্‌যাপন

লিওনার্ড রোজারিও: গত ১৫ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে, শুক্রবার কুমিল্লা আওয়ার লেডী অব ফাতিমা ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা ফাতেমা রাণী মা মারীয়ার পর্ব মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করা হয়। পর্বের আগে নয় দিনের নভেনায় মা মারীয়ার জীবনের নয়টি গুণ নিয়ে সহভাগিতা করা হয়। এতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের জুডিশিয়াল ভিকার ফাদার মিন্টু লরেন্স পালমা পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও, তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস. গমেজ এবং ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ। খ্রিস্টযাগের শুরুতে শোভাযাত্রায় মা মারীয়ার নয়টি গুণ স্মরণ করে নয় জন ভক্তবিশ্বাসী মোমবাতি হাতে শোভাযাত্রা করে ফাতিমা রাণী মা মারীয়ার প্রতিকৃতির সামনে স্থাপন করেন। পর্বীয় খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার মিন্টু এল. পালমা মা মারীয়াকে কেন্দ্র করে অনেক সুন্দর সহভাগিতা করেন। মা মারীয়া কিভাবে তার সন্তানদের ভালোবাসেন, বিপদে সহায়তা করেন তা সহভাগিতা করেন। একই সাথে ধর্মপল্লীর নতুন পালকীয় পরিষদের গঠনতন্ত্র ও পালকীয় সদস্যদের ধর্মপল্লীর বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগ শেষে সবার মধ্যে আর্শীবাদিত বিস্কুট বিতরণ করা হয়। পরে ধর্মপল্লীর হলরুমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ধর্মপল্লীর ছেলে মেয়েরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পারদর্শিতা উপস্থাপন করে। শেষে সবার জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আরণ্যকের সহযোগিতায় বাণীদীপ্তির অভিনয় কর্মশালা

টাইমস রিপোর্ট: খ্রিস্টীয় নাট্যচর্চাকে আরও পেশাদার ও মূলধারার মঞ্চনাট্যের সঙ্গে সংযুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে দিনব্যাপী 'অভিনয় কর্মশালা ২০২৬'। শুক্রবার (৩ জুলাই) কাকরাইলের আর্চবিশপ হাউজের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালার আয়োজক ছিল বাণীদীপ্তি নাট্যদল। অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করে সিগনিস বাংলাদেশ, আরণ্যক নাট্যদল এবং আরণ্যক থিয়েটার পাঠশালা। উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ। প্রধান প্রশিক্ষণ-সহায়ক হিসেবে তিনি অভিনয়চর্চায় নিয়মিত অনুশীলন ও আত্মউন্নয়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তার ভাষ্য, একজন শিল্পী কখনো শেখা শেষ করেন না; প্রতিটি কাজ তাকে নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করায়। তিনি মনে করেন, প্রশিক্ষণভিত্তিক উদ্যোগই একটি নাট্যদলকে দীর্ঘমেয়াদে শক্তিশালী করে। দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে অভিনয়ের মৌলিক কৌশল, চরিত্র বিশ্লেষণ, শরীর ও কণ্ঠের সৃজনশীল ব্যবহার, দলগত অভিনয়, দৃশ্য নির্মাণ এবং মঞ্চ উপস্থাপনার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হাতে-কলমে অনুশীলন করানো হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিমল মজুমদার, রুবলী চৌধুরী, হাশিম মাসুদ ও অপু মেহেদী।

বর্তমানে প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে বাণীদীপ্তি। এটি বাংলাদেশের কাথলিক বিশপ সম্মেলনের এপিস্কোপাল কমিশন ফর সোশ্যাল কমিউনিকেশনস (ইসি-এসসি)-এর সাংস্কৃতিক ও অডিও-ভিজ্যুয়াল শাখা। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরে 'রং তুলির জীবন' নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ খ্রিস্টীয় মঞ্চনাট্যদল হিসেবে বাণীদীপ্তির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

তোমাকে ছাড়া একটি বছর

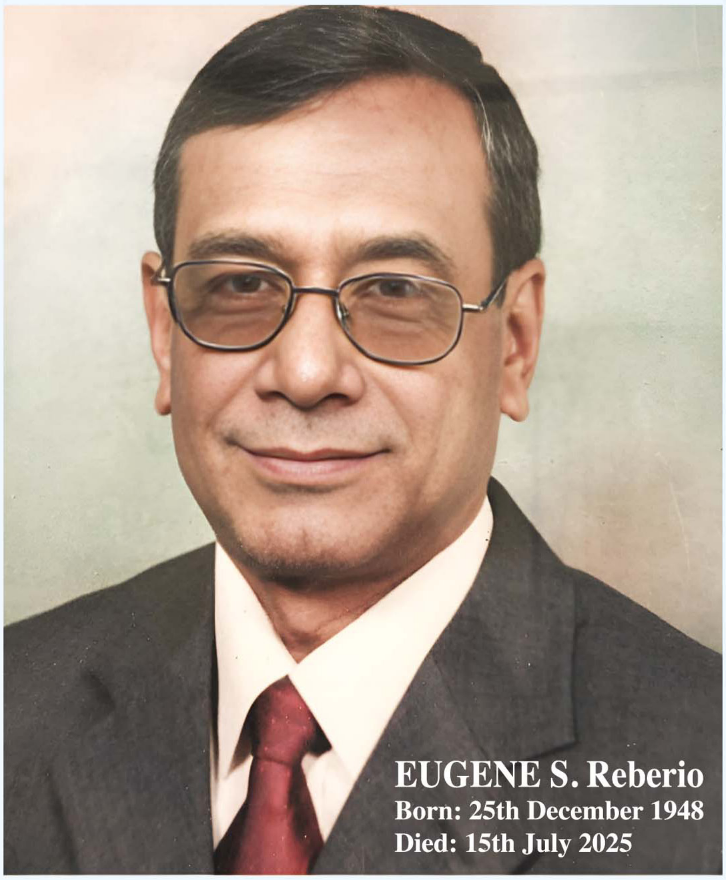

তোমাকে ছাড়া একটি বছর কেটে গেল, কিন্তু তোমার স্মৃতিই আমাদের এগিয়ে চলার শক্তি যোগায়। আমাদের ছেড়ে যাওয়ার পর এক বছর পেরিয়ে গেছে, তবুও তোমার ভালোবাসা আমাদের জন্য এক আলোকবর্তিকা হয়ে আছে। আজ আমাদের বাবা ও দাদুকে হারানোর এক বছর পূর্ণ হলো। তুমি যেখানেই থাকো, তুমি সর্বদাই আমাদের চিন্তায় ও হৃদয়ে আছো। তোমার রেখে যাওয়া মহান আদর্শ আমাদের জীবনপথে দিকনির্দেশনা দেবে। অশেষ ভালোবাসা, ত্যাগ ও নিষ্ঠার সাথে আমাদের গড়ে তোলার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, আমরা তা কখনোই ভুলব না।

তোমার দয়া ও মহানুভবতা দিয়ে তুমি অসংখ্য মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছ, তা অসুস্থতার সময় সেবা ও প্রার্থনার মাধ্যমে হোক, কিংবা আর্থিক সহায়তা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার মাধ্যমে হোক। আমাদের সমাজ ও তোমার আশেপাশের মানুষের জীবনে তুমি সত্যিই এক অনন্য রেখেছ। তোমাকে ছাড়া পৃথিবীটা যেন অনেক ছোট ও শূন্য মনে হয়, তবে তোমার স্মৃতি আমাদের সকলের সাথেই রয়ে গেছে।

তোমাকে স্মরণ করার পাশাপাশি, আমরা তোমার সাথে কাটানো সেই মধুর দিনগুলো, যেই সময়গুলো আমরা অতিবাহিত করেছি, তা আমরা সর্বদা ভাবি। তোমার আত্মা চিরতরে শান্তি লাভ করুক এবং তোমার দয়া ও ভালোবাসা এবং আমাদের সাথে প্রতিটি অতিবাহিত মুহূর্ত, আমাদের সান্ত্বনা জোগাক। এই বিশেষ দিনে আমরা তোমাকে ভালোবাসার সাথে স্মরণ করছি। আমরা তোমাকে ভীষণ অনুভব করি এবং সর্বদা ভালোবাসি।

পরিবারের পক্ষ থেকে,
চার্লস রিবেরু (এবং তার দুই কন্যা, এমি ও অ্যাড্রিয়ানা রিবেরু),
রোনাল্ড রিবেরু, তার স্ত্রী সুমি রোজারিও এবং তাদের পুত্র ইথান রিবেরু

বিজ্ঞ/১৩৬/২৬

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ২৩

THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 23

Regd. No. DA-33

❖ 12 - 18 July, 2026, ২২ আষাঢ় - ৩ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

ইউজিন এস. রিবেরু
জন্ম: ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৫ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

১ম মৃত্যুবার্ষিকী

দেখতে দেখতে একটি বছর কেটে গেল। এই এক বছরে প্রতিটি মুহূর্তে আমরা তোমার অভাব অনুভব করেছি। তোমার শূন্যতা আমাকে প্রতিদিন কাঁদায়, কারণ তুমি ছিলে আমার জীবনের অবলম্বন। তোমাকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারি না।

তুমি ছিলে একজন আদর্শ স্বামী ও একজন আদর্শ পিতা–যিনি পরিবারকে ভালোবাসা ও দায়িত্ব দিয়ে আগলে রেখেছিলে। তুমি ছিলে সৎ, দয়ালু ও উপকারী মানুষ– যার জীবনের প্রতিটি কাজ ছিল অন্যের কল্যাণে নিবেদিত।

তোমার সততা, দয়া ও মানবিকতা আজও অনুপ্রেরণা দেয়। তুমি আমাদের পরিবারের এবং সমাজের একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ ছিলে। তোমার প্রতিটি কাজ ছিল নিঃস্বার্থ, আর সেই কারণেই আজও তোমার স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে অমলিন। তুমি আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করো, যাতে আমরা তোমার দেখানো সৎ পথে চলতে পারি। তোমার শিক্ষা ও আদর্শ আমাদের জীবনের পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে।

তোমার মৃত্যুর আগে ও পরে যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যারা তোমার শেষ যাত্রায় পাশে ছিলেন, যারা কবরস্থ করেছেন, তাদের প্রতিও আমার গভীর কৃতজ্ঞতা।

তুমি আমাদের হৃদয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবে। তোমার স্মৃতি আমাদের জীবনের প্রতিটি দিনে আলো ছড়াবে। আমি তোমাকে হারিয়েছি, কিন্তু তোমার আদর্শ ও ভালোবাসা কখনো হারাবো না। ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি দান করুন।

তোমার শোকার্ত পরিবার
স্ত্রী: হেমল তেরেজা রিবেরু ও
পরিবারবর্গ
মহাখালী, খ্রীষ্টান পাড়া।

বিজ্ঞ/১৩৪/২৬

প্রয়াত যোসেফ রোজারিও (অব: প্রফেসর, নটরডেম কলেজ)
জন্ম : ২৪ মে, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৭ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : উত্তর পানজোড়া, নাগরী মিশন

অনন্তলোকে ৫ম বর্ষ

বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরি তোমায়

শান্তি মহাশান্তি মাঝে তুমি আছ
সুন্দর ঐ রম্য দেশে তুমি আছ

তোমার চলে যাওয়ার ৫ম বছর। তবুও তুমি আছ আমাদের হৃদয় জুড়ে। সর্বত্র তোমার উপস্থিতি গভীরভাবে অনুভব করি। মহামরণ তোমাকে করেছে মহিমান্বিত। তুমি ছিলে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র যার দ্যুতি ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। তুমি ছিলে অনন্যসাধারণ।
বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গে আছ পিতার সান্নিধ্যে। স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যেনো জীবন শেষে তোমার সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমার ভালোবাসা
স্ত্রী - মার্গারেট রোজারিও

বিজ্ঞ/১৩৫/২৬

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org